হিতোপদেশ

(বিষ্ণুশর্ম্মরচিত সুপ্রাচীন সংস্কৃত হিতোপদেশের
বাঙ্গালা সরল পদ্যানুবাদ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত
ও প্রকাশিত

কলিকাতা
২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার
বিশ্বকোষ ইলেক্ট্রো মেসিন-যন্ত্রে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত
১৩১৮

মূল্য ৸৵০ আনা

উৎসর্গ

যৌবন-মধ্যাহ্ন-রবি পশ্চিম গগনে,
উদ্যম আকাঙ্ক্ষা সহ পড়িয়াছে ঢলি,
অতীত জীবন মরুতাপদগ্ধ মনে,
আঁধারি, আশার দীপ নিভেছে সকলি।

তাই এ কম্পিত করে, আকুলিত প্রাণে,
তুলিয়ে নিয়েছি দুটি নন্দনের ফুল,
মিটায়ে চরম সাধ দিব্য উপাদানে,
গড়িতে বালকম[illegible] অমল অতুল।

পরম আদরে আজি সে কুসুমদাম,
উৎসর্গ করিনু মাখি ভকতি-চন্দনে।
দেবতা প্রতিম প্রাতঃস্মরণীয় নাম।
~~দেবোপম রাজা প্রাতঃস্মরণীয় নাম~~,
শ্রীল শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী-চরণে॥

হেমনগর, ময়মনসিংহ,
২০ ফাল্গুন, ১৩১৭ সন।

সেবক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভূমিকা

পঞ্চতন্ত্র নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃক হিতোপদেশ সঙ্কলিত হয়। একদা পাটলিপুত্র নগরের কোন নৃপতি স্বীয় পুত্রগণের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হন। বিষ্ণুশর্ম্মা নামক পণ্ডিত গল্পচ্ছলে রাজকুমারদিগকে শিক্ষা-প্রদানের জন্য সেই নৃপতির আদেশে হিতোপদেশ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক "মিত্রলাভ" "সুহৃদ্ভেদ" "বিগ্রহ" এবং "সন্ধি" এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ গল্পই পশু-জগতের প্রসঙ্গ লইয়া। একটা বৃহৎ কৌটার ভিতর সময়ে সময়ে যেরূপ উপর্য্যু পরি অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর কৌটার সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়, এই পুস্তকেও কোন দীর্ঘ গল্পের আশ্রয়ে সেইরূপ অনেক ছোট ছোট গল্পের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত গল্পগুলিই নীতিমূলক। এরূপ চিত্তাকর্ষক ও হিতকর শিশুপাঠ জগতের সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। আমোদ প্রমোদের কথার সঙ্গে হিতগর্ভ উপদেশরাশি সুকুমার চিত্তে সহজেই মুদ্রিত হইয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট্ নুসিরবানের আদেশে তদীয় সভার ভিষকশ্রেষ্ঠ বুরজুবী কর্ত্তৃক হিতোপদেশ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইনি দীর্ঘকাল ভারত-বর্ষে বাস করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সঙ্কলন-কার্য্যে তিনি বুজুর্জুমেহর নামক পণ্ডিতের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর নবম শতাব্দীতে আব্বাসীবংশের কালিফ আবুজাফর মন্সারজু নাকির আদেশে তৎকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইমাম হোসেন আবদাল মোকাকা কর্ত্তৃক ইহা আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ৩৮০ হিজরা সনে সুলতান মহম্মদ গাজি হিতোপদেশের পদ্যানুবাদ সঙ্কলন করেন। করটক এবং দমনক নামক হিতোপদেশ-কথিত দুইটী শৃগালের নামানুসারে আরব্য অনুবাদখানি "কলিলা ও দমনা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তৎপরে এই গ্রন্থ হিব্রু, গ্রীক্ ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। হিব্রু অনুবাদখানি কাপুয়াবাসী ডান নামক কোন লেখক কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত হয়। এই অনুবাদ অবলম্বনেই হিতোপদেশ য়ুরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে হিতোপদেশের গল্পগুলি "Pilpay's fables" নামে পরিচিত পারস্য ভাষায় এই গ্রন্থখানির আরও দুইটী অনুবাদ

দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত তুরস্ক ভাষায় ইহার একখানি অনুবাদ আছে। সুবিখ্যাত পারসীক অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ লেখক হুসেন বৈয়াজ কাশিফিকৃত হিতোপদেশখানি জগদ্বিখ্যাত। ইহা "আনোয়ার সুহালি" নামে পরিচিত। য়ুরোপে মেসার্স ইষ্টুয়িক এবং উলষ্টেন "আনোয়ার সুহালির" যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহা প্রাচ্য পণ্ডিতগণের নিকট সুবিদিত। শেষোক্ত সংস্করণখানি সুন্দর ও সুচিত্রিত অক্ষরে মুদ্রিত। প্রসিদ্ধ আবুল ফজল পারস্য ভাষায় ইহার যে অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহার ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী। এই অনুবাদখানির নাম "ইয়ারি দানেশ" বা জ্ঞানের কষ্টিপাথর। "ইয়ারি দানেশ" অবলম্বনে উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় হিতোপদেশের গল্পগুলি পুনশ্চ অনুবাদিত হইয়াছে। এ যেন তড়াগের সলিল মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া আবার বৃষ্টিরূপে তড়াগে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমার শৈশব-বন্ধু অবিনাশচন্দ্র প্রৌঢ় বয়সে এই কবিতা-স্তবকের উপহার লইয়া বাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শৈশবে একবার উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ-লাভের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যৌবনে জীবন-তরণী ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হওয়ায় বহুদিন সেই আরাধনা বিস্মৃত ছিলেন। আজ যৌবনের উদ্দীপনার অবসানে বুঝি স্বীয় শিশুগুলির মুখ দেখিয়া বিস্মৃত কাব্য-কথা মনে পড়িয়াছে। তিনি বিষ্ণুশর্ম্মা প্রবর্ত্তিত পথে কবিতার যে অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছেন, তাহা বাণীপদ-চিহ্নিত হইয়া তাহাদের তরুণ শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুক। বঙ্গের সমস্ত শিশুমণ্ডলী এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদিত ও উপকৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু এই হিতকথা বিশ্বের সর্ব্বত্র শিশুমণ্ডলীর নিকট শত শত বর্ষ আদর পাইয়া আসিয়াছে। ইহা পুরাতন হইলেও চির নূতন, ইহাতে কৌতুক-যমুনার কলহাস্যের সঙ্গে নীতি-গঙ্গার পবিত্রতা মিশিয়াছে।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।
৯ই আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

হিতোপদেশ

সিংহ-শশক

ভাস্থরক নামে সিংহ ছিল কোন বনে।
নিঃসত্ত্ব করিল বন নাশি পশুগণে॥
ছিল যারা অবশিষ্ট সদা তারা কাঁপে।
নিষ্ঠুর দুরন্ত সেই সিংহের প্রতাপে॥
সকলে মিলিয়ে শেষে করিয়া যুকতি।
উপায় করিল স্থির পাইতে মুকতি॥
ভাস্থরক-পাশে গিয়ে যত জীবগণ।
প্রণাম করিয়ে সবে করে নিবেদন॥
"তুমি মহাবল প্রভু এ বনের রাজা।
তোমার এ রাজ্যে মোরা দীনহীন প্রজা॥
তোমার ও দন্তপাঁতি করিলে বিকাশ।
কে আছে এ বনে যার না জনমে ত্রাস
ইচ্ছা যদি হয় প্রভু পার করিবারে।
সংহার তুচ্ছ মোদের সবারে॥

যেরূপে করিছ প্রভু সমূলে বিনাশ।
রবে না একটী প্রাণী পূরিতে ও গ্রাস
এ রাজ্য হইবে শীঘ্র মহামরুময়।
তোমার ও ক্ষুন্নিবৃত্তি না হবে নিশ্চয়॥
অতএব দয়া করি কর এই বিধি।
প্রত্যহ একটী প্রাণী বনপ্রতিনিধি॥
মধ্যাহ্ন সময়ে আসি হবে উপনীত।
ভোজন-সময় তব না হবে অতীত॥"
বিনয়ে হইয়ে তুষ্ট পশু-সবাকার।
"তথাস্তু" বলিয়ে সিংহ করিল স্বীকার
তদবধি ভাস্বরক নিয়ম-অধীন।
একটী করিয়ে প্রাণা আসি প্রতিদিন॥
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর রুদ্র 'ভাস্বর' ক্ষুধার।
পড়িত করাল গ্রাসে শান্তি করিবার॥
ক্ষুদ্র শশকের পালা আসিল সময়ে।
উড়িল পরাণ তার মরণের ভয়ে॥
কিরূপে বধিবে সিংহে ভাবি মনে মনে।
সিংহের নিকটে গেল বেলা অবসানে॥
অতীত সময়, আর শশ ক্ষুদ্রকায়।
দেখি ভাস্বরক ক্রুদ্ধ শমনের প্রায়॥
ভীমক্রোধে গরজিয়ে কহিল তাহায়।
"অরে মূর্খ জীবাধম জান না আমায়॥
একে তুই ক্ষুদ্র তাতে অবসান বেলা।
কি হেতু করিলি মম আজ্ঞা অবহেলা॥

"অতীত সময় আর শশ ক্ষুদ্রকায়।
দেখি ভাস্বুরক ক্রুদ্ধ শমনের প্রায়॥"

এখনই বধিয়ে তোরে পশিব কাননে।
পাঠাব সকলে আজি শমন-সদনে॥
ভয়ে মৃতপ্রায় শশ, না সরে বচন।
অতি ক্লেশে ধীরে ধীরে করে নিবেদন॥
"আসিতেছিলাম প্রভু তোমার নিকট।
পথে বাধা দিল এক কেশরী বিকট॥
জিজ্ঞাসিল "কোথা যাস্" বলিলাম আমি।
"ভাস্থর সকাশে যাই—ভাস্থরক স্বামী॥"
"এ বনের মহারাজ আমি নীচাশয়।"
বলিল গরজি সিংহ, কৈ'তে পাই ভয়॥
"আমি ভিন্ন অন্য রাজা কে আছে অপর।
এখনি পাইলে তারে পূরিব উদর॥
থাকে যদি ভাস্থরক নামে কোন প্রাণী।
আন্ তারে খণ্ড খণ্ড করিব এখনি॥"
শুনি শশকের বাণী ভাস্থরক কোপে।
বায়ুবিতাড়িত পত্র সম ঘন কাঁপে॥
কাঁপায়ে কাননে করি গভীর গর্জ্জন।
কহিল "দেখিব সেই পাষণ্ড কেমন॥
কে আছে আমায় করে হেন অপমান।
নখে বিদারিয়া তার নাশিব পরাণ॥"
বলি ভাস্থরক লম্ফে করিল প্রস্থান।
শশ দেখাইয়ে পথ হ'ল আগুয়ান॥
কিছু দূরে কূপ এক দেখা'য়ে গভীর।
শশক কহিল সিংহে "শুন মহাবীর॥

এই দুর্গে বসে সেই কেশরী ভয়াল।
তব প্রতীক্ষায় আছে পাতি মায়াজাল॥”
ভাস্বরক কূপনীরে হেরি নিজ ছায়া।
ভাবিল সে সিংহ আছে ভয়ে লুকাইয়া॥
ক্রোধান্ধ ভাস্বর ছাড়ে ভীষণ গর্জ্জন।
কূপমধ্যে প্রতিধ্বনি গরজে ভীষণ॥
ভাস্বরক ভাবি তাহা যুদ্ধের আহ্বান।
লম্ফ দিয়ে কূপে পড়ি হারাইল প্রাণ॥
বুদ্ধি যার বল তার মূর্খের কি বল।
হের মত্ত সিংহে নাশে শশক দুর্ব্বল॥
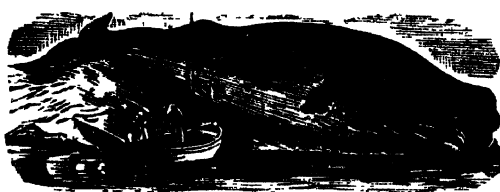
চিত্রগ্রীবোপাখ্যান

গোদাবরী-তীরে এক শাল্মলীর শাখে।
নানা দিগ্‌দেশ হ'তে পাখী লাখে লাখে ॥
আসিয়া বাঁধিত সবে আপন কুলায়।
নির্ভয়ে সুনিদ্রা-সুখ লভিত নিশায় ॥
একদা যামিনী-শেষে অস্ত গেলে শশী।
লঘুপতনক নামে কাক নীড়ে বসি ॥
হেরিল আসিছে ব্যাধ হাতে নিয়ে জাল।
দ্বিতীয় শমন সম দেখিতে ভয়াল ॥
ভাবিল দেখিনু প্রাতে একি অলক্ষণ।
কি জানি অপ্রিয় আজি হয় সংঘটন ॥
উপরে অলক্ষ্যে সঙ্গে বায়স চলিল।
ব্যাধ এক বৃক্ষতলে বাগুরা পাতিল ॥
ছড়ায়ে তণ্ডুলকণা অতি সাবধানে।
রহিল নিকটে ব্যাধ অতি সংগোপনে ॥
"চিত্রগ্রীব" নামে এক কপোত-প্রধান।
পরিজন সহ সুখে বিহরে বিমান ॥
আসিয়া বসিল সেই পাদপের ডালে।
তুষার-সম্পাত হেন শৈলমালা ভালে ॥
প্রচুর তণ্ডুলকণা বিস্তৃত তলায়।
(সেইখানে চাহিয়া) নিম্নদেশে চাহি সবে দেখিবারে পায় ॥

সকলেরি নিদারুণ লোভ উপজিল।
চিত্রগ্রীব সঙ্গিগণে কহিতে লাগিল॥
"এই যে তণ্ডুলকণা দেখিছ নয়নে।
কেমনে আসিল ইহা এ বিজন বনে॥
সন্দেহ হতেছে মনে ভাবি দেখ সবে।
কাননে তণ্ডুলকণা কভু কি সম্ভবে॥
কিন্তু সকলেরই লোভ হয়েছে যেমন।
ভয় হয় পাছে কিবা হয় সংঘটন॥
পঙ্কে পড়ি পান্থ যথা কঙ্কণ আশায়।
বৃদ্ধ শার্দ্দূলের গ্রাসে জীবন হারায়॥"
কপোতেরা জিজ্ঞাসিল "কহ বিবরণ।"
করিল কপোতরাজ আমূল বর্ণন॥

পান্থ-শার্দ্দূল-কথা

একদা 'দক্ষিণারণ্য' নামে কোন বনে।
গিয়েছিনু আমি একা ভ্রমণ কারণে॥
দেখিনু আসীন এক স্থবির শার্দ্দূলে।
স্নান করি কুশহস্তে সরোবরকূলে॥
পথের পথিকগণে কহিছে ডাকিয়া।
"কনক-কঙ্কণ এই যাও হে লইয়া॥"
একটী পান্থের তাহে লোভ উপজিল।
"সৌভাগ্য আজিকে মোর" ভাবিতে লাগিল॥
" জীবন সংশয় কিন্তু লভিতে এ ধন।
উচিত না হয় হেথা করিতে যতন॥
প্রিয়লাভ হইলেও অপ্রিয় হইতে।
পরিণামে শুভফল পারে না জন্মিতে॥
অমৃতেও থাকে যদি গরল মিশ্রণ।
হয় সে অমৃত ধ্রুব মৃত্যুর কারণ॥
কিন্তু কেহ নিঃসন্দেহে পারে না কখন।
ইষ্টলাভ করিবারে করিতে গমন॥
সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে লোক করয়ে কামনা।
পরাণে বাঁচিলে হয় সফল ভাবনা॥ ১০
শার্দ্দূলে বলিল পান্থ "কোথা তব বালা?"
হাত বাড়াইয়া ব্যাঘ্র বালা দেখাইলা॥

পথিক বলিল তুমি হিংসাপরায়ণ।
কিরূপে তোমায় করি বিশ্বাস স্থাপন॥
শার্দ্দূল কহিল "শুন পথিক সুজন।
বহু দুষ্কর্ম্মেতে পূর্ব্বে কেটেছে যৌবন॥
গোব্রাহ্মণ-নরহত্যা করেছি বিস্তর।
হারায়েছি পত্নীপুত্র প্রাণের দোসর॥
হইয়াছি বংশহীন দুরাচার-ফলে।
লইয়াছি উপদেশ সাধু-পদতলে॥
করিবারে দান ধর্ম্ম ব্রত অনুষ্ঠান।
করিতেছি তদবধি তিন সন্ধ্যা স্নান॥
দান নিত্য করিতেছি সাধ্য অনুসারে।
নখ দন্তহীন এবে জীর্ণ জরাভারে॥
তবে কেন না হইব বিশ্বাস-ভাজন।
কেন হে সন্দেহ পান্থ কর অকারণ?
শাস্ত্রে বলে বেদপাঠ যজ্ঞ তপোদান।
সন্তোষ নির্লোভ ক্ষমা যথার্থ কথন॥
পুণ্যলাভ হেতু অষ্ট এই সে উপায়।
শেষের চারিটী মাত্র শোভে মহাত্মায়॥
আমিও লোভেরে এত করিয়াছি জয়।
চাহিতেছি দিতে লোকে করস্থ বলয়॥
তথাপি শার্দ্দূলজাতি নরহত্যাকারী।
এ কলঙ্ক কোনরূপে বিদূরিতে নারি॥
শোন পান্থ করিয়াছি শাস্ত্রে অধ্যয়ন।
'মরুভূমে যথা বারি সার্থক বর্ষণ॥

পান্থ ও শার্দ্দূল

"আমিও লোভেরে এত করিয়াছি জয়।
চাহিতেছি দিতে লোকে করস্থ বলয়॥"

দীনজনে দান আর ক্ষুধার্ত্তে ভোজন।
তেমতি প্রসবে পুণ্য, পাণ্ডুর নন্দন ॥'
আপনার প্রাণ যথা বাঞ্ছনীয় হয়। আপনার প্রিয়-
সেইরূপ পর প্রাণ জানিও নিশ্চয় ॥
আপনার মত ভাবি সুধী যেই জনা।
জীবগণ প্রতি সদা করেন করুণা ॥
তুমি পান্থ দীনহীন জানিয়া এখন।
করিতেছি এত যত্ন দিতে এ কঙ্কণ ॥
কুন্তিপুত্রে ভগবান্ দিয়েছিলা বিধি।
দরিদ্র পালন কর বিতরিয়ে নিধি ॥
দিওনা ধনীরে ধন কৌন্তেয় কখন।
পীড়িতে ঔষধ, সুস্থে—কিবা প্রয়োজন ॥
যে কভু করেনি কারও উপকার তায়।
পুণ্যক্ষণে দেশে দান সুযোগ্য জনায় ॥
শ্রেষ্ঠ দান বলি খ্যাত, সংসার-ভিতরে।
তাই বলি করি স্নান এই সরোনীরে ॥
সুবর্ণ-বলয় এই করহ গ্রহণ।"
বিশ্বাস করিয়ে পান্থ শার্দ্দূল-বচন ॥
যেই সরোবরনীরে প্রবেশ করিল।
অমনি গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইল ॥
শার্দ্দূল কহিল, 'অহো পড়িয়াছ পাঁকে।
এখনি উদ্ধার আমি করিব তোমাকে ॥'
এত বলি ধীরে ধীরে নিকটেতে গিয়ে।
পথিকে ধরিল ব্যাঘ্র বাহু প্রসারিয়ে ॥

ভাবিল পথিক পড়ি শার্দ্দূল-কবলে।
করেছি কুকর্ম্ম আমি বিশ্বাসিয়া খলে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদপাঠ কভু দুর্জ্জনের।
করে না শোধন দুষ্ট প্রবৃত্তি মনের॥
স্বভাবই প্রবল ইথে বুঝেছি নিশ্চয়।
স্বভাব-মধুর যথা গাভী-দুগ্ধ হয়॥
পরীক্ষা করিবে সদা স্বভাব সবার।
নাহি প্রয়োজন অন্য গুণ দেখিবার॥
স্বভাব সকল গুণ অতিক্রম করি।
স্থাপিত মানবদেহে মস্তক উপরি॥
আছিল করিতে পান্থ এ হেন চিন্তন।
শার্দ্দূল বধিয়ে তারে করিল ভক্ষণ॥
তাই বলি, লোভে পড়ি পান্থের মতন।
নহে অসম্ভব মৃত্যু, সবারি পতন॥
ভাল করি না করিয়ে অগ্রে বিবেচনা।
কোন কাজে হস্তক্ষেপ কখন ক'র না॥
সগর্ব্বে কপোত এক শুনি এ বচন।
বলিল "কপোতরাজ কহিছে কেমন॥
বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য বিপদ্-সময়।
মানিলে সর্ব্বদা তাহা আহার না হয়॥
যা কিছু পানীয় খাদ্য আছে এ ধরায়।
সকলি খুঁজিতে গেলে পূর্ণ আশঙ্কায়॥
তবে বল কি তাহার লইতে চাহিবে।
কেমনে বা বল তার বাছনি করিবে॥

পরশ্রীকাতর যেই সন্তোষ-বিহীন।
ক্রোধন ঘৃণিত যেই সদা ভয়হীন॥
পরান্নে পালিত যেই ঈর্ষাপরায়ণ।
অতি দুঃখভাগী ভবে এই ছয় জন॥"
পরে কপোতেরা সবে নামিল ভূতলে।
হইল কপোতরাজ নিবদ্ধ সদলে॥
বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহাবুদ্ধিমান্।
বহু ক্লেশ পায় লোভে হারাইয়া জ্ঞান॥
লোভেতে জনমে ক্রোধ পাপের কামনা।
বুদ্ধিনাশ ঘটে, ভোগে মৃত্যুর যাতনা॥
অসম্ভব হইলেও মৃগ হেমময়।
শ্রীরামচন্দ্রের হ'ল বুদ্ধির বিলয়॥
বিপদ্ আগতপ্রায় হইলে নিশ্চিত।
মহাপুরুষেরও বুদ্ধি হয় মন্দীভূত॥
পাশবদ্ধ কপোতেরা নিন্দিতে লাগিল।
যাহার কথায় হেন বিপদ্ ঘটিল॥
শাস্ত্রে বলে যাইবে না সঙ্গিগণ আগে।
কার্য্যসিদ্ধি হলে যশ পাবে সমভাগে॥
বিপত্তি ঘটিলে কাজে জানিও নিশ্চিত।
আগে যে যাইবে সেই হইবে নিন্দিত॥
শুনিয়ে তাদের বাণী চিত্রগ্রীব কহে।
এ বিপদ্ বন্ধুগণ এর দোষে নহে॥
বিপদ্ ঘটিলে পরে করে যেই হিত।
সেজনও কারণরূপে হয় বিবেচিত॥

গোপহস্তে যথা ধেনু দোহন-সময়।
বৎসের বন্ধনস্তম্ভ মাতৃজঙ্ঘা হয়॥
প্রবোধি সকলে রাজা কহিলা তখন।
"বিপদে হারান জ্ঞান অধম-লক্ষণ॥
এ সময়ে ধৈর্য্য ধরি ভাবি দেখ সবে।
কেমনে বিপদ্ হ'তে পরিত্রাণ পাবে॥
বিপদে ধৈরয আর সম্পদেতে শম।
সভায় বাগ্মিতা আর সমরে বিক্রম॥
শাস্ত্রে অনুরাগ আর যশ আকিঞ্চন।
স্বভাবজ গুণ তার মহাত্মা যে জন॥
সম্পদে আনন্দ নাই, বিপদে বিষাদ।
মহা ঘোর রণে যার নাহি অবসাদ॥
বিশ্বপূজনীয় হেন তনয়রতন।
কয়টী জননী-ভাগ্যে হয় সংঘটন॥
সংসারে হইতে বড় কামনা যাহার।
অনুৎসাহ নিদ্রা ভয় অলসতা আর॥
দীর্ঘসূত্রিতার সনে ছাড়িবে সে রোষ।
ভীষণ তাহার পক্ষে এই ছয় দোষ॥
সকলে মিলিয়ে চল লইয়ে এ পাশ।
উড়িব আকাশপথে না হয়ে নিরাশ॥
ক্ষুদ্র হইলেও বহু মিলে করে কাজ।
তৃণের সমষ্টি রজ্জু বান্ধে দন্তিরাজ॥
উড়িল কপোতশ্রেণী জাল নিয়ে যায়।
হেরিয়ে নিষাদ তার পিছু পিছু ধায়॥

কপোত ও ব্যাধ

“উড়িল কপোতশ্রেণী জাল নিয়া যায়।
হেরিয়ে নিষাদ তার পিছু পিছু ধায়॥”

কিছুদূর যেয়ে যবে দেখিতে না পেল।
বিষাদে নিষাদ ধীরে গৃহে ফিরে গেল ॥
চিত্রগ্রীব বন্ধু এক বসে চিত্রবনে।
মূষিকের রাজা সেই গণ্ডকী-পুলিনে ॥
হিরণ্যক নাম তার সদা সাবধান।
শতেক দুয়ারযুক্ত তার বাসস্থান ॥
হিরণ্যক জাল কাটি বাঁচাবে সকলে।
ভাবি চিত্রগ্রীব তথা আসিল সদলে ॥
চিত্রগ্রীব উচ্চকণ্ঠে ডাকিল বন্ধুরে।
স্বর শুনি হিরণ্যক আসিল বাহিরে ॥
কহিল আনন্দ আজি বর্ণনা অতীত।
সখা চিত্রগ্রীব মম গৃহে উপনীত ॥
বন্ধুসহ সদা বাস করে আলাপন।
সংসারে সুভগ আর কে আছে এমন ॥
পাশবদ্ধ দেখি খেদে জিজ্ঞাসা করিল।
"এ হেন দুর্দ্দশা সখে কিরূপে হইল ॥"
চিত্রগ্রীব বলে "বন্ধু দুরদৃষ্ট-ফলে।
বদ্ধ হইয়াছি মোরা নিষাদের জালে ॥
রোগ শোক দুঃখ আর বিপদ্-বন্ধন।
আপন দুষ্কর্ম্ম-ফলে ভোগে প্রাণিগণ ॥"
শুনি হিরণ্যক পাশ কাটিবার তরে।
চিত্রগ্রীব নিকটেতে চলিল সত্বরে ॥
চিত্রগ্রীব কহে তায় করি নিবারণ।
"আমারে ত্যজিয়ে মুক্ত কর সঙ্গিগণ ॥

সকলের শেষে পাশ আমার কাটিবে।”
হিরণ্যক কহে “মোর অতি ক্লেশ হবে॥
আমার এ দন্তপাঁতি নিতান্ত দুর্ব্বল।
সমর্থ না হব পাশ কাটিতে সকল॥
তবে দন্ত ভগ্ন নাহি হয় যতক্ষণ।
ততক্ষণ লব কাটি তোমার বন্ধন॥
পশ্চাতে অন্যের পাশ শক্তি অনুসারে।
কাটিতে করিব চেষ্টা মুক্তি করিবারে॥
আপনায় ত্যজি করা আশ্রিত-রক্ষণ।
নীতিশাস্ত্র বিধি নাহি দেয় কদাচন॥”
চিত্রগ্রীব কহে “জানি শাস্ত্র-উপদেশ।
সহিতে অক্ষম কিন্তু আশ্রিতের ক্লেশ॥
পরহিতে বিজ্ঞ যেই দিবে প্রাণধন!
সৎকর্ম্মে ত্যজিবে যবে নিয়ত নিধন॥
জাতিধর্ম্মবলে এরা আমারি মতন।
তবে আধিপত্যে ফল কি হবে কখন॥
এ সবায় কভু আমি আহার না দেই।
মম পাশে তবু এরা বিচরে সদাই॥
অতএব বন্ধু মম প্রাণ-বিনিময়ে।
বাঁচাও বন্ধন কাটি কপোত-নিচয়ে।
বহু লাভ, দিয়ে দেহ নশ্বর সমল।
পাইলে অমূল্য যশ নিত্য নিরমল॥
গুণ আর শরীরেতে বহু ব্যবধান।
শরীর নশ্বর গুণ অক্ষয় অম্লান॥”

"অনুগত স্নেহে তব" কহে হিরণ্যক।
"উপযুক্ত রাজা তুমি শাসিতে ত্রিলোক ॥"
আনন্দে মূষিকরাজ পুলকিত কায়।
দন্তে কাটি পাশ মুক্ত করিল সবায় ॥
কহিল সাদরে পূজি কপোত সকলে।
"ক'র না অবজ্ঞা নিজে বদ্ধ ছিলে বলে ॥
শতেক যোজন দূরে থাকিয়ে যে পাখী।
আপন শিকার ধরে সহজে নিরখি ॥
সে পাখী আবার হের, দেখিতে না পায়।
মরণ আসন্ন হলে ব্যাধ-বাগুরায় ॥
শশি-দিবাকর-ক্লেশ হেরি রাহুগ্রাসে।
গজ ভুজঙ্গেও হেরি সদা বদ্ধ পাশে ॥
পণ্ডিতেরও দরিদ্রতা করি বিলোকন।
মনে হয় এ সংসারে দৈবই প্রবল ॥"
এরূপে সান্ত্বনা দিয়ে করি আলিঙ্গন।
বিদায় করিলা মিত্রে সহ পরিজন ॥
সদলে কপোতরাজ ফিরিলা আবাসে।
মুকুতার হার যেন শোভিল আকাশে ॥
হিরণ্যক প্রবেশিল বিবর-ভিতরে।
লঘুপতনক কাক বিস্ময়ে নেহারে ॥
বিবর দুয়ারে নামি কহে হিরণ্যকে।
"বন্ধুতা করিয়ে প্রীত করহ আমাকে ॥
"কে তুমি" বিবরে থাকি বলে হিরণ্যক।
উত্তরিল "আমি কাক লঘুপতনক ॥"

হিরণ্যক হাসি কহে "কিরূপ প্রণয়।
খাদ্য খাদকেতে কভু বন্ধুতা কি হয়?
খাদ্য খাদকেতে প্রেম বিপদ্ ঘটায়।
শৃগাল প্রণয়ে মৃগ জাল পরে পায়॥
ভাগ্যে তার কাক এক প্রিয় বন্ধু ছিল।
তাই নিজ বুদ্ধি বলে তারে বাঁচাইল॥"
লঘুপতনক বলে "বল সে কেমন।"
হিরণ্যক বলে "তবে করহ শ্রবণ॥"

শিবা, মৃগ ও কাক

মগধে আছিল বন নামে চম্পাবতী।
মৃগ কাক প্রণয়েতে করিত বসতি॥
মনের আনন্দে মৃগ করে বিচরণ।
প্রীতিফুল্ল স্থূলকায় মধুর-দর্শন॥
ধূর্ত্ত শিবা এক তায় দেখিতে পাইল।
অমনি সে মাংসলোভে জ্ঞান হারাইল॥
সুকোমল মৃগমাংস কেমনে পাইবে।
ভাবিতে লাগিল তাহা কিরূপে খাইবে॥
অবশেষে করিলেক স্থির মনে মনে।
বিশ্বাস জন্মাতে তায় মধুর বচনে॥
নিকটে যাইয়া তবে কহিল তাহায়।
"ভাল ত শরীর তব, চেন কি আমায়?"
মৃগ বলে "কে বা তুমি, চিনিব কেমনে?"
"ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিবা আমি, থাকি এই বনে।"
শিবা কহে "নাহি কেহ বলিতে আমার।
মৃতপ্রায় বহিতেছি একা দুখ-ভার॥
আজি মহাপুণ্যফলে তোমা সনে দেখা।
পাইলাম বন্ধু যেই ভাগ্যে ছিল লেখা॥
নূতন জীবন নিয়ে প্রবেশি সংসার।
মহানন্দে বন্ধু সনে করিব বিহার॥"

মৃগ কহিলেক "ভাল হইবে তাহাই।
চল এবে মনোসুখে কাননে বেড়াই॥"
অস্ত গেলে দিনমণি পশ্চিম আকাশে।
ফিরিল শৃগাল মৃগ মৃগের আবাসে॥
মৃগের শৈশব বন্ধু সুবুদ্ধি নামেতে।
বায়স, করিত বাস চম্পক-ডালেতে॥
মৃগের সহিত শিবা দেখিয়া অপর।
জিজ্ঞাসে বায়স মৃগে "কে এ মৃগবর?"
মৃগ বলে "শিবা এই করিছে কামনা।
বাঁধিতে বন্ধুতা-পাশে মোদের দুজনা॥"
বায়স বলিল "বন্ধু না হয় উচিত।
সহসা বন্ধুতা করা অজ্ঞাত সহিত॥
জান না যাহার বংশ চরিত্র কেমন।
দিও না তাহাকে সখে আশ্রয় কখন॥
গৃধ্র জরদ্গব দিয়ে মার্জ্জারকে স্থান।
মার্জ্জারের দোষে শেষে হারাইল প্রাণ॥"
বায়সের বাক্যে দুই বন্ধু জিজ্ঞাসিল।
"বিবরিয়ে বল বন্ধু কেমনে ঘটিল॥"

গৃধ্র-মার্জ্জার-কথা

বায়স কহিল "শুন, জাহ্নবীর তীরে।
গৃধ্রকূট নামে এক উচ্চ গিরি-শিরে॥
আছিল মহান্ এক পাদপ পাকুড়।
তাহার বিশাল শাখে হতে বহুদূর॥
বহু বিহঙ্গম আসি নিরমিত নীড়।
মধুর বিহগ-গীতি বহিত সমীর॥
বসিত অদৃষ্টদোষে তাহার কোটরে।
জরদ্গব নামে গৃধ্র জীর্ণ জরাভারে॥
নখনেত্রহীন তার না ছিল উপায়।
আপন উদর হেতু আহার যোগায়॥
দয়া করি বিহগেরা যাহা কিছু দিত।
তাতেই শকুনি নিজ জীবন ধরিত॥
সময়ে মার্জ্জার এক দীর্ঘকর্ণ নামে।
আসিল শাবকলোভে সে বিহগধামে॥
হেরিয়ে মার্জ্জারে যত শাবকনিচয়।
কোলাহল করি উঠে পেয়ে মহাভয়॥
জরদ্গব বলে "কেও আসিতেছ হেথা!"
মার্জ্জার প্রমাদগণে হেরি গৃধ্র সেথা॥
ভাবিল, যেহেতু আর নারিব পালাতে!
সাধিব এখন জম্মে বিশ্বাস যাহাতে॥

ভয় যতক্ষণ দূর শঙ্কিত হইবে।
আসিলে নিকটে প্রতিবিধান করিবে॥
এত ভাবি শকুনিরে মার্জ্জার কহিল।
"আশীষ মার্জ্জার তোমা প্রণাম করিল॥"
"দূর হও প্রাণলয়ে" বলিল শকুনি।
"নিকটে আসিলে তোমা বধিব এখনি॥"
দীর্ঘকর্ণ কহে "আমি থাকি গঙ্গাতীরে।
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান জাহ্নবীর নীরে॥
নিরামিষভোজী হয়ে ব্রহ্মচর্য্য ধরি।
পুণ্য চান্দ্রায়ণ নিত্য অনুষ্ঠান করি॥
বিহগেরা সদা আসি সম্মুখে আমার।
পরম ধার্ম্মিক বলি বাখানে তোমার॥
বিদ্যাবয়োবৃদ্ধ তুমি তব পাদদেশে।
শুনিব ধর্ম্মের কথা এসেছি মানসে॥
কিন্তু হায় একি দেখি ধার্ম্মিকের রীতি।
অতিথি বধিতে চাও এঁবা কোন নীতি?
শত্রুও আসিলে গৃহে গৃহী সমুদয়।
যথাবিধি সেবা তার করিবে নিশ্চয়॥
কাটিতে তরুর কাছে যে করে গমন।
তাহাকেও তরু করে ছায়া বিতরণ॥
তৃণ জল ভূমি সত্য মধুর বচন।
সজ্জনের গৃহে নাহি হয় অঘটন॥
অতিথি পূজিতে যদি নাহি থাকে ধন।
আছেত অর্চ্চনা হেতু বিনয় বচন॥

বাল বৃদ্ধ যুবা যেই আলয়ে আসিবে।
অতিথি জগদ্গুরু পূজা তারে দিবে॥
হীনেও সাধুরা সদা করেন করুণা।
চণ্ডালগৃহেও শশী ঢালেন জোছনা॥
হতাশে অতিথি যার যায় গৃহ ছাড়ি।
নিয়ে তার পুণ্য, দেয় পাপ আপনারি॥
অতিথি হলেও নীচ সুপাত্র পূজার।
অতিথি গৃহস্থ-গৃহে দেব-অবতার॥
গৃধ্র কহে "মার্জ্জারেরা মাংসলোভী জানি।
বহু শাবকের স্থান এই তরুখানি॥
সে হেতু আসিতে তোমা করিছি বারণ।"
মার্জ্জার পরশি ভূমি ছুঁইল শ্রবণ॥
কহিল শুনিয়ে শাস্ত্র হয়েছি বিরাগী।
হইয়াছি চান্দ্রায়ণ-ব্রত-কষ্ট-ভাগী॥
জীবহত্যা মহাপাপ সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
ছাড়িয়াছি হিংসাবৃত্তি বহু পুণ্য-ফলে॥
সহিষ্ণু আশ্রয়-দাতা বিরত হিংসায়।
অক্ষয় স্বরগে নর জীবনান্তে যায়॥
ধর্ম্মই বান্ধব শুধু সাথী অন্তিমের।
আর সব পায় নাশ বিনাশে দেহের॥
প্রভেদ কেমন দেখ, খাদ্য-খাদকের।
একের নিধন, ক্ষণ তৃপ্তি অপরের॥'
মরিতে হইবে মনে করিলে ভাবনা।
নিপীড়িত করে মন যে ভীম যাতনা॥

সে ভীম যাতনা মনে করিয়ে চিন্তন।
পারে করিবারে লোক অপরে রক্ষণ॥
স্বচ্ছন্দ কানন-জাত শাকে পূর্ণ হয়।
এ পোড়া উদর হেতু পাপযুক্ত নয়॥"
এইরূপে জন্মাইয়া বিশ্বাস মার্জ্জার।
করিতে লাগিল বাস কোটর-মাঝার॥
শাবক সকলে বধি কিছু দিন পরে।
খাইতে লাগিল আনি কোটর ভিতরে॥
হারায়ে শাবক-শোকে বিহঙ্গম-কুল।
খুঁজিতে লাগিল সবে হইয়ে আকুল॥
মার্জ্জার বিপদ্ জানি দূরে পলাইল।
পাখীরা কোটরে আসি অস্থি নিরখিল॥
ভাবিল এ জরদ্গব দুষ্ট নীচাশয়।
আমাদের ছানাগুলি করিয়াছে ক্ষয়॥
এরূপ সিদ্ধান্ত করি যত পাখীগণ।
নির্দ্দোষ সে জরদ্গবে করিল নিধন॥
তাই বলি বংশ আর অজ্ঞাত চরিত।
কাহাকে আশ্রয় দেওয়া না হয় উচিত॥
বায়সের বাক্যে শিবা কুপিয়া কহিলা।
প্রথম সাক্ষাতে মৃগে কিরূপে চিনিলা॥
পণ্ডিতবিহীন দেশ পূর্ণ মূর্খ-বশে। য
এরণ্ড প্রকাণ্ড তরু তরুহীন দেশে॥
আত্মপর বিবেচনা লঘু চিত্ত যার।
উদার যে জন বিশ্ববান্ধব তাহার॥

গৃধ্র ও মার্জ্জার

"শাবক সকলে বধি কিছুদিন পরে।
খাইতে লাগিল আনি কোটর-ভিতরে ॥"

কেহ কারও শত্রু নহে, মিত্র কেহ নয়।
ব্যবহারে শত্রুমিত্র দেয় পরিচয়॥"
হরিণ কহিল "বন্ধু কি কাজ বিবাদে।
বিশ্বাসি সকলে এস থাকি নিরাপদে॥"
একদা হরিণে শিবা কহিল গোপনে।
"শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এক দেখেছি নয়নে॥
আজি আমি যাব তোমা সেখানে লইয়া।
আনন্দে খাইবে শস্য উদর পূরিয়া॥
হরিণ প্রত্যহ প্রাতে যাইত সেথায়।
আনন্দে উদর পূরি ফিরিত সন্ধ্যায়॥
ক্ষেত্রস্বামী কতদিনে পাইয়ে সন্ধান।
পাতিলেক জাল মৃগে করিতে বন্ধন।
না জানি হরিণ আসি বদ্ধ হল পাশে
বাঞ্ছা পূর্ণ হেরি শিবা উৎফুল্ল উল্লাসে॥
ভাবিল সে মনে যবে ইহাকে লইয়া।
ক্ষেত্রপতি খণ্ড খণ্ড করিবে কাটিয়া॥
পরিত্যক্ত হাড়মাংস পাইব বিস্তর।
এতদিনে আশাপূর্ণ প্রফুল্ল অন্তর॥
শৃগালে নিকটে হেরি মৃগ কহে তায়।
"দন্তে কাটি পাশ বন্ধু বাঁচাও আমায়॥
বিপদ্ সময়ে বন্ধু সমরে সাহসী।
ঋণ শোধে কে সুজন দারিদ্রে প্রেয়সী॥
সময় হইলে মন্দ আত্মীয় স্বগণ।
সহজে চিনিবে এই শাস্ত্রের লিখন॥

সম্পদে বিপদে আর দুর্ভিক্ষ সময়ে।
রাজ্যনাশে শ্মশানে ও বিচার-আলয়ে।
যে থাকে সঙ্গের সঙ্গী সম দুঃখভাগী॥
সেই সে প্রকৃত বন্ধু সত্য অনুরাগী॥"
শুনিয়ে মৃগের কথা শৃগাল কহিল।
"তাঁত দিয়ে শক্ত এই জাল বানাইল॥
রবিবারে দন্তে তাঁত কিরূপে ছুঁইব।
কিছু না ভাবিও মনে প্রত্যূষে কাটিব॥"
নিশাগমে মৃগ নাহি ফিরিল আবাসে।
বায়স খুঁজিয়ে মৃগে হেরে বদ্ধপাশে॥
জিজ্ঞাসিল "একি সখে" হরিণ কহিল।
"মিত্রবাক্য অবহেলা-ফল এ ফলিল॥
হিতৈষীর কথা যেই না তোলে করণে।
বিপদ্ নিকটে তার হাসে বৈরিজনে॥
কাক কহে "ধূর্ত্ত সেই গিয়াছে কোথায়।"
মৃগ বলে "আছে হেথা মাংসের আশায়॥
"পূর্ব্বেই" কহিল কাক "বলেছি তোমায়।
গুণীও নিষ্ঠুর হলে লোকে ভয় পায়॥
সাক্ষাতে মধুরভাষী কিন্তু অন্তরালে।
যে করে কার্য্যের হানি ত্যজিবে সে খলে॥
বিষমুখে দুগ্ধপূর্ণ কলসী যেমন।
মুখে মধু মনে বিষ মিত্র সে তেমন॥"
বিষাদে সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলি কাকরাজ।
কহিল "পাপিষ্ঠ কিনা করেছিস্ কাজ॥

শিবা, মৃগ ও কাক

"ক্ষেত্রস্বামী ত্যজে যষ্টি মৃগের পশ্চাতে ।
শৃগাল মরিল তার দারুণ আঘাতে ॥"

হিতৈষী বিশ্বস্ত আর সরল উদার।
যে খল এমন জনে করে অপকার॥
বল মা মাধবী দেবী কেমনে তাহার।
বহিবে হৃদয়ে তব দুর্ব্বিসহ ভার॥
দুর্জ্জনের প্রিয় বাক্যে করো না প্রত্যয়!
জিহ্বাগ্রে অমিয়পূর্ণ গরল হৃদয়॥”
প্রভাতে লইয়ে যষ্টি ক্ষেত্রপতি আসে।
হেরিয়ে বায়স কহে হরিণ সকাশে।
“উদর করিয়ে স্ফীত মৃতবৎ শুয়ে।
থাক তুমি, আমি তব উপরে বসিয়ে॥
আঘাতিব আঁখি তব মম চঞ্চু দিয়া।
ধ্বনি শুনা গাত্র উঠি যাবে পলাইয়া॥”
ক্ষেত্রস্বামী আসি তথা দেখিয়ে হরিণে।
ভাবিল গিয়াছে মৃগ শমন-সদনে॥
আনন্দে খুলিয়ে যেই জাল গুটাইল।
বায়স করিল রব মৃগ পলাইল॥
ক্ষেত্রস্বামী ত্যজে যষ্টি মৃগের পশ্চাতে।
শৃগাল মরিল তার দারুণ আঘাতে॥
অতি পাপ পুণ্যে জীব পৃথিবী ভিতরে!
ত্রিবর্ষ ত্রিমাস কিম্বা তিন পক্ষান্তরে॥
ফলভোগ করে ইহা জানিও নিশ্চয়।
বলিতেছি তোমা যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়॥
হিরণ্যক বলে তবে “হইল প্রত্যয়।
খাদ্য খাদকেতে নহে সঙ্গত প্রণয়॥”

লঘুপতনক কহে "তুমি ক্ষুদ্র প্রাণী।
তোমায় বধিলে ক্ষুধা মিটিবে না জানি।
বরং রাখিলে তোমা তুমি সদাশয়।
কালেতে হইতে পার পরম সহায়॥
কোপেতে বিকৃতি নাই সজ্জনের মনে।
জলধি হয় না তপ্ত তৃণের আগুনে॥"
হিরণ্যক বলে "তুমি স্বভাব-চঞ্চল।
চঞ্চলের সহ সৌখ্যে না হয় মঙ্গল॥
ইহা ছাড়া বৈরি তুমি মূষিক জাতির।
এস্থলে প্রণয় কভু করে না সুধীর॥
অন্যায় বৈরির প্রেম হলেও অটল।
সলিল হলেও উষ্ণ নিভায় অনল॥
ত্যজিবে নিয়ত খলে হলেও পণ্ডিত।
ভীষণ হ'লেও সর্প মণিবিভূষিত॥"
লঘুপতনক কহে "শুনিনু সকল।
তবু এ আকাঙ্ক্ষা মোর হয়েছে প্রবল॥
লভিতে তোমার প্রেম করিতে মিলন।
নতুবা উপোসে ত্যাগ করিব জীবন॥
মাটীর কলসীমত সহজে দুর্জ্জন।
ভাঙ্গিয়ে আবার করা যায় যে যোজন॥
স্বর্ণভাণ্ড হেন অতি কঠিন সুজন।
সহসাই ভাঙ্গা গড়া না যায় কখন॥
হলেও প্রণয়ভঙ্গ সুজনের গুণ।
পায়না সংসারে কভু বিকার বিগুণ॥

মৃণাল হলেও ভঙ্গ সূক্ষ্মসূত্র তার।
ছিন্ন অংশ যোজি দেয় সৌন্দর্য্য মালার॥
শুচিত্ব সাহস ত্যাগ সহ অনুভূতি।
সারল্য প্রণয় এই বান্ধব প্রকৃতি॥
মনে মুখে কার্য্যে মিল নাই দুরাত্মার।
কার্য্য বাক্য মন এক মহাত্মা জনার॥"
এত শুনি হিরণ্যক আসিয়ে বাহিরে।
কহিলা করেছ বাক্য তুষ্ট সুধাধারে॥
মন্ত্রণাপ্রকাশ ভিক্ষা নির্দ্দয়তা রোষ।
চাঞ্চল্য অসত্যবাদ দ্যূত বন্ধুদোষ॥
ইহার একটি দোষ না দেখি তোমায়।
অতএব হ'ক সিদ্ধ তব অভিপ্রায়॥"
উত্তম আহার্য্যে পরে তুষিয়ে বায়সে।
মূষিক আপন গর্ত্তে হরিষে প্রবেশে॥
আনন্দে বায়স ফিরি গেল নিজালয়।
করিত এরূপে দোঁহে খাদ্য বিনিময়॥
উভয়ে আনন্দে সদা বসিয়ে বিজনে।
সরল প্রাণের কথা কহিত দুজনে॥
বায়স মুষিকে ডাকি কহে একদিন।
"এখানে আহার মিলা হয়েছে কঠিন॥
অতএব সখে আমি ত্যজিব এ বন।"
হিরণ্যক কহে, "কোথা করিবে গমন॥"
"দণ্ডকারণ্যক নামে বনের ভিতর।
কর্পূর গৌরক নামে আছে সরোবর॥"

লঘুপতনক কহে "সেখানে নিবসে।
মন্থর নামেতে সখা মনের হরষে॥
কূর্ম্মবংশে জন্ম তার ধার্ম্মিক সুজন।
সুভোজনে নিত্য মোরে করিবে পালন॥
পরে উপদেশ দিয়ে বিদ্যার প্রকাশ।
করিতে কাহারও বহু লাগে না আয়াস।
কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য নিজে করে অনুষ্ঠান।
বল এ ধরায় আছে মহাত্মা কজন?'
হিরণ্যক বলে "তবে আমিও যাইব।
সখা ছাড়া হেথা আমি কিরূপে থাকিব?
যে দেশে জীবিকা নাই ত্যাগ লজ্জা ভয়।
নাহি সরলতা তথা কর না আশ্রয়॥ ল
যেখানে পাবে না সখে বৈদ্য মহাজন।
পূর্ণা স্রোতস্বতী আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
এ চারিটী যেখানে না পাইবে নিশ্চিত।
সেখানে বসতি করা না হয় বিহিত॥
অতএব নিয়ে মোরে চল সেইখানে।"
দুই বন্ধু পরে তথা গেল হৃষ্ট মনে॥
বন্ধু লঘুপতনকে দেখিয়ে মন্থর।
উভয়েরে যথাযোগ্য করিল আদর॥
যুবা কি বালকবৃদ্ধ আসিলে আলয়ে,
সর্ব্বজন গুরুজ্ঞানে পূজিবে বিনয়ে।
বায়স বলিল, 'শুন হে বন্ধু মন্থর।
ইহাকে বিশেষ করি কর সমাদর॥

মূষিকের রাজা ইনি নামে হিরণ্যক।
দয়ার সাগর সদা আশ্রিত-পালক ॥
পরম ধার্ম্মিক এর গুণের বর্ণনা।
করিতে না পারে শেষ সহস্র রসনা ॥
এতেক বলিয়ে চিত্রগ্রীবের আখ্যান।
কহিয়া করিলা নিজ বাক্যের প্রমাণ ॥
হিরণ্যকে শিষ্টাচারে করি সমাদর।
'কি হেতু এসেছ বলে' জিজ্ঞাসে মন্থর ॥

মুনি-মূষিক-কথা

হিরণ্যক বলে "শুন চম্পক নগরে।
'চূড়াকর্ণ' নামে এক যোগী বাস করে।
সে তাহার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের ঝুলি।
নিদ্রাকালে দিত রাখি নাগদন্তে তুলি॥
আমি তথা প্রতিদিন লম্ফ দিয়ে উঠি।
খাইতাম সে তণ্ডুল মহানন্দে লুঠি॥
বীণাকর্ণ নামে তার বন্ধু এক ছিল।
একদিন সন্ন্যাসী সে আশ্রমে আসিল॥
চূড়াকর্ণ তার সনে করে আলাপন।
মাঝে মাঝে আমারে সে ভয় প্রদর্শন॥
করিবারে ধরি এক বংশখণ্ড করে।
আঘাতে সজোরে তথা মৃত্তিকা উপরে॥
বীণাকর্ণ বলে বন্ধু অসন্তোষ কেন?
আমার কথায় মন নাহি দেখি যেন॥"
চূড়াকর্ণ বলে ভাই তোমার কথায়।
বিরক্ত না হই, হের কীলকে হোথায়॥
ভিক্ষা ঝুলি রাখি আমি তণ্ডুল সহিত।
মূষিক তণ্ডুল খেয়ে করিছে অহিত॥
বীণাকর্ণ বলে উচ্চে কীলক যেখানে
দুর্ব্বল মূষিক হোথা উঠিছে কেমনে?

অবশ্য থাকিবে এতে বিশেষ কারণ
অনুমানে বুঝি হেতু অগণিত ধন॥
ধনশালী বলী সদা সর্ব্বত্র সংসারে।
রাজার যে রাজশক্তি ধনেই বিতরে॥
পরে সে খনিত্রে মোর বিবর খুঁড়িয়া।
আমার সঞ্চিত ধন লইল তুলিয়া॥
তদবধি হইয়াছি দুর্ব্বল অধীর।
উদ্যম-উৎসাহশূন্য অক্ষম শরীর॥
একদা যেতেছি আমি ভয়ে ভয়ে ধীরে।
কহিলেক চূড়াকর্ণ দেখিয়ে আমারে॥
"ধনেই পণ্ডিত লোক ধনে বলবান্।
হের: এ মূষিক এবে স্বজাতি সমান॥
নির্ধন অল্পধী জন কৃতী নাহি হয়।
নিদাঘে যেমন শুষ্ক যত জলাশয়॥
অর্থ যার বহু তার আত্মীয় বান্ধব।
ধনীই পণ্ডিত লোকে, পুরুষ-পুঙ্গব॥
সেই নাম সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকল।
সেই সে পুরুষ বাক্য, সবই অবিকল॥
ধনের উত্তাপ কিন্তু যেই সে হারায়।
বিচিত্র অমনি ভিন্ন লোক হয়ে যায়॥
এখানে, ভাবিনু ইহা করিয়ে শ্রবণ।
অযুক্ত নিবাস, ব্যক্ত করা এ বচন॥
ধনক্ষয় মনস্তাপ সম্মানের হানি।
বিজ্ঞজন অপরে না কহিবে আপনি॥

অদৃষ্ট হইলে রুষ্ট বিফল উদ্যম।
বন ভিন্ন মনস্বীর কি থাকে উত্তম?
মনস্বী বরং ত্যাগ করিবে জীবন।
যাচ্ঞা না কারও কাছে করিবে কখন॥
নির্ব্বাণ বরং হবে জ্বলন্ত অনল।
কোনকালে তবু নাহি হইবে শীতল॥
কুসুম স্তবক সম মনস্বী তুলনে।
শোভিবে শেখরে নয় শুকাইবে বনে॥
ভাবিনু পরান্নে হবে ধরিতে জীবন।
মৃত্যুর সমান হবে সে ক্লেশ ভীষণ॥
চিররুগ্ন চির দিন প্রবাসী যে জন।
পরগৃহবাসী করে পরান্ন-ভোজন॥
জীবন ধারণ তার মৃত্যুর সমান।
মৃত্যুই তাহার করে বিশ্রাম বিধান॥
এত যদি ভাবিলাম তবু প্রলোভন।
তণ্ডুল লইতে পুনঃ করিনু যতন॥
লোভে বুদ্ধি বিচলিত আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।
ইহ পরলোকে লোক নানা কষ্ট পায়॥
পরে ধীরে ধীরে আমি যেতেছি চলিয়ে।
বীণাকর্ণ মারিলেক বংশখণ্ড দিয়ে॥
ভাবিলাম লোভীজন সন্তোষ হারায়।
আপনি অহিত আনে আপন মাথায়॥
যে করে পাদুকা পরি চরণ আবৃত।
পৃথিবী তাহার কাছে চর্ম্ম আচ্ছাদিত॥

তেমতি যাহার মন সন্তোষনিলয়।
সংসার তাহার কাছে মহাসুখময়॥
সন্তোষ-সুধায় তৃপ্ত শান্ত-চিত্ত জন।
যে আনন্দে করে দিবা-যামিনী-যাপন॥
সদা যে ধনের লোভে ছুটিয়ে বেড়ায়।
সে আনন্দ সে দুর্ভাগ্য পাইবে কোথায়॥
ধনীর দুয়ারে যেই করেনি গমন।
ভোগে নি কখন যেই বিচ্ছেদ-যাতন॥
বলে নাই কভু যেই নিস্তেজ বচন।
সংসারে তাহার ধন্য, ধন্য এ জীবন॥
ধনের পিয়াসা যারে করিছে বহন।
নহে দূর তার কাছে শতেক যোজন॥
সন্তোষ-সুস্নিগ্ধ কিন্তু যাহাদের মন।
কর-লব্ধ ধনে সেই করে না যতন॥
ধর্ম্ম জীবে দয়া, সুখ স্বাস্থ্য সুবিমল।
অপরের হিত কিম্বা স্নেহ সুকোমল॥
অবস্থার অনুরূপ কার্য্যের নির্ণয়।
সংসারে পাণ্ডিত্য বলি জান পরিচয়॥
এ সকল ভাল করি বিচারিয়ে মনে।
গৃহত্যাগ করি আমি আসিয়াছি বনে॥
কাননেতে, মহাপুণ্য-সঞ্চয়ের কালে।
এই বন্ধু বেঁধেছেন বন্ধুতা-শৃঙ্খলে॥
এবে সেই পুণ্যফল পূর্ণ বিকসিত।
তোমা হেন দেবতার হয়েছি আশ্রিত॥

বিষবৃক্ষ এ সংসার, তার ছুটী ফল।
স্বর্গের অমৃত সম মধুর রসাল॥
নির্ম্মল আমোদ, করি কাব্য আলোচন।
আর এক সদা বাস সহ সাধুজন॥
মন্থর বলিল "বন্ধু করিও না রোষ।
এ তোমার অত্যধিক সঞ্চয়ের দোষ॥
যে করে সঞ্চয়, সুখ নিরোধি আপন।
বহে সে পরের ভার, দুখেরই ভাজন॥
দান-ভোগ না করি, যে কাটে নিশিদিন।
কর্ম্মকার যাঁতা সেই জীবন-বিহীন॥
দান-ভোগ বিনা অর্থে কিবা প্রয়োজন।
কি কাজ সামর্থ্যে বিনা শত্রু-নির্য্যাতন॥
ধর্ম্ম-আচরণ বিনা কি কাজ বিদ্যায়।
ইন্দ্রিয়-দমন বিনা কাজ কি কায়ায়॥
সঞ্চয় করিবে নিত্য বেশী অসঙ্গত।
অধিক সঞ্চয়ী শিবা হইল নিহত॥"
"কিরূপে ঘটিল" দুই বন্ধু জিজ্ঞাসিল।
মন্থর উত্তরে ধীরে কহিতে লাগিল॥

শিবা-মৃগ-ব্যাধ-সর্প-কথা।

'কল্যাণকটক' নামে কোন এক দেশে।
ভৈরব নামেতে এক নিষাদ নিবসে॥
এক দিন করিতে সে মৃগ অন্বেষণ।
'বিন্ধ্যাটবী' নামে বনে করিল গমন॥
বিনাশিয়ে মৃগ এক নিয়ে যেতেছিল।
বরাহ ভয়াল এক সম্মুখে পড়িল॥
রাখিয়ে হরিণে তথা মাটির উপরে।
বিঁধিল বরাহে ত্বরা তীক্ষ্ণ এক শরে॥
বরাহ ভীষণ শব্দে ব্যাধে নিপাতিল।
ছিন্ন-তরু প্রায় ব্যাধ ভূতলে পড়িল॥
নিকটে তাহার এক পড়ে ছিল ফণী।
উভয়ের পদক্ষেপে ত্যজিল জীবনী॥
ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল এক আহার খুঁজিতে।
মৃগাদির চারি শব পাইল দেখিতে॥
ভাবিল আজিকে মোর প্রচুর আহার।
বহু ভাগ্যে দেখিতেছি হয়েছে যোগাড়
অচিন্তিত দুঃখে জীব হয় নিপীড়িত।
সেইরূপ ভুঞ্জে সুখ পুন অভাবিত॥
মানব-বরাহ-মৃগ-নাগ-মাংস দিয়ে।
নিশ্চিন্তে তিনটি মাস যাইবে কাটিয়ে॥

আজিকার ক্ষুধা, আজি আরম্ভের দিন।
নিবারিব ধনুর্গুণে আস্বাদবিহীন॥
এত ভাবি যেই ছিলা দাঁতেতে কাটিল।
বিধিয়া ধনুক বুকে শৃগাল মরিল॥
যে ধন সুপাত্রে তুমি কর নিত্য দান।
আর যাহা নিজ-ভোগে করহ বিধান॥
তাহাই তোমার ধন আপন স্বত্বের।
সঞ্চয় যা কর তুমি, তাহা অপরের॥
দুর্লভেতে লোভ বিজ্ঞ করে না কখন।
নষ্টের নিমিত্ত লোক করে না ক্রন্দন॥
বিপদ্-সময়ে কভু বুদ্ধি হারাইয়ে।
উপায় না করি কভু থাকে না বসিয়ে॥
অতএব সখে সদা উৎসাহ রাখিবে।
উদ্যম-বিহীন স্থাণু কভু না সাজিবে॥
নিষ্কর্ম্মা শাস্ত্রজ্ঞ লোকে মূর্খ পরিচিত।
কিন্তু যেই করে কাজ সেই সে পণ্ডিত॥
বহু বিবেচনা-স্থির ঔষধির নাম।
বিনা প্রয়োগেতে রোগী করে না আরাম॥
মণ্ডূক যেমনি যায় নিপান-ভিতরে।
বিহঙ্গ যেমনি ধায় পূর্ণ সরোবরে॥
তেমনি আপনি লক্ষ্মী সম্পদ্ সহিত।
উদ্যোগী পুরুষ-অঙ্কে হন উপনীত॥
সুখ-দুঃখ পৃথিবীতে চক্রবৎ ঘোরে।
দুঃখের পশ্চাতে সুখ আসিবে সত্বরে॥

যে জন উদ্যমশীল কার্য্যেতে তৎপর।
কুকাজবিরত বীর কৃতজ্ঞ সত্বর ।।
তাহার নিকট লক্ষ্মী প্রফুল্ল আনন।
আপনি করিতে বাস করেন গমন ।।
হইও না উৎকণ্ঠিত জীবিকার তরে।
রয়েছে সঞ্চিত তাহা বিধাতার ঘরে ।।
হের, জীব যেই করে জনম-গ্রহণ।
জননীর স্তন্য হয় আপনি ক্ষরণ ।।
যে গড়েছে হংসে দিয়ে ধবল বরণ।
হরিত বরণে শুকে করেছে সৃজন ।।
বিচিত্র বরণে পিকে করেছে চিত্রিত ।
তোমার জীবিকা-ভার তাহাতে নিহিত ।।
অর্জ্জনে যাতনা বহু শুন যেই ধন।
বিনাশে দারুণ ক্লেশ পায় নরগণ ।।
বাড়িলে জনমে যাতে বুদ্ধির বিকার।
কি বা সুখ সেই ধনে, এত দোষ যার ।।
ধনলোভী ভিন্ন কে বা দরিদ্র সংসারে।
ধনলোভী কে বা ধনী পৃথিবী-ভিতরে ।।
বরং করিয়ে লোভ স্বেচ্ছায় স্বকরে।
লয় সে দাসত্বভার আপনার শিরে ।।
বেশী বলিবার আর নাহি প্রয়োজন।
বিশ্রব্ধ আলাপে হেথা কাটাও জীবন ।।"
এত শুনি কহে কাক লঘুপতনক।
"ধন্য হে মন্থর তুমি আশ্রিত-পালক ।।

সাধুরাই সাধুজনে করেন উদ্ধার।
পঙ্কে মগ্ন গজে সক্ত গজই তুলিবার॥
গুণগ্রাহী গুণী জনে করে সমাদর।
নির্গুণের প্রীতি নাই গুণীর উপর॥
বন হতে অলি করে কমলে গমন।
একত্র নিবসি ভেক না যায় কখন॥
সেই ধন্য, সেই শ্রেষ্ঠ, সুলভ সুজন।
ধরাতলে সেই এক মনুজ-রতন॥
আশ্রিত ভিক্ষুক কভু যার করুণায়।
বঞ্চিত হইয়ে দুঃখে ফিরিয়া না যায়॥
তিন বন্ধু তবে করি স্বচ্ছন্দ ভোজন।
করিতে লাগিল বনে সুখে বিচরণ॥
'চিত্রাঙ্গ' নামেতে মৃগ ব্যাধের তাড়ায়।
দ্রুতপদে একদিন আসিল তথায়॥
পশ্চাতে আসিছে কিছু ভয়ের কারণ।
আশঙ্কায় কৈল কাক বৃক্ষে আরোহণ॥
মূষিক বিবরে গেল মন্থর সলিলে।
লঘুপতনক বসি উচ্চ বৃক্ষ-ডালে॥
দেখিল চৌদিকে চাহি ভয়ের আকর।
না পেল দেখিতে কিছু বনের ভিতর॥
তাহার আশ্বাসে শেষে সকলে মিলিয়া।
তড়াগের তীরে পুনঃ জুটিল আসিয়া॥
আগত মৃগের সহ বন্ধুতা হইল।
পানাহারে তৃপ্ত মৃগ আনন্দে রহিল॥

মন্থর জিজ্ঞাসে মৃগে "কহ বিবরিয়ে !
কি ভয়ে এসেছ হেথা জীবন লইয়ে?
ভ্রমে কি নিষাদ দুষ্ট বিজন এ বনে ?"
মৃগ উত্তরিল "শুন ভীত যে কারণে ॥
রুক্মাঙ্গদ নামে রাজা কলিঙ্গের পতি ।
মহাসমারোহে বহু সামন্ত সংহতি ॥
দিগ্‌জয় করিতে রাজা হয়েছে বাহির ।
চন্দ্রভাগা নদীতীরে করেছে শিবির ॥
কল্য প্রাতে কর্পূরগৌর সরোবরতীরে ।
সসৈন্যে আসিয়া ছাউনি করিবে অচিরে ॥
জেনেছি সংবাদ এই ব্যাধের কথায় ।
কর্ত্তব্য ছাড়িয়ে যাওয়া এই দীর্ঘিকায় ॥"
শুনিয়ে মন্থর ভয়ে প্রস্থান করিল ।
অশিব-শঙ্কায় সঙ্গে বন্ধুরা চলিল ॥
স্থল-পথে মন্থর সে অতি ধীরে যায় ।
দৈবাৎ নিষাদ এক দেখিল তাহায় ॥
ধরিয়ে মন্থরে নিজ ধনুকে বাঁধিল ।
স্কন্ধে করি শ্রান্ত দেহে কুটীরে চলিল ॥
মূষিক বায়স মৃগ বন্ধু তিন জন ।
করিল শোকার্ত্ত সবে পশ্চাৎগমন ॥
হিরণ্যক বিলপিয়ে কহিতে লাগিল ।
"দুরদৃষ্ট-দোষে মোর এ দুঃখ ঘটিল ।
দুঃখের জলধি এক না হইতে পার ।
নব দুখার্ণবে হায় পড়িনু আবার ॥

ছিদ্র পেলে একেবারে দুঃখ রাশি রাশি।
জীবগণে করে হায় অভিভূত আসি॥
ভাগ্যফলে অকৃত্রিম বন্ধু যেই হয়।
বিপদে সে বন্ধু কভু ভোলে না প্রণয়॥
স্বর্গের সরল প্রীতি এহেন সখায়।
দারা সুত সহোদর জননী না পায়॥"
বন্ধু-শোকে হিরণ্যক হইল কাতর।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পুনঃ মূষিকপ্রবর॥
কহিল "ঘটেছে যাহা ললাট-লিখন।
মরিতে হইবে দেহ করিলে ধারণ॥
সম্পদে বিপদ্ আছে, বিরহ মিলনে।
উৎপত্তি হইলে লয় হইবে ভুবনে॥"
বহুক্ষণ হিরণ্যক বিলাপ করিয়ে।
মৃগ বায়সেরে তবে কহিল ডাকিয়ে॥
"না যেতে নিষাদ দুষ্ট ছাড়িয়ে কানন।
মন্থর-মুক্তির পন্থা কর উদ্ভাবন॥"
তাহারা কহিল, "বন্ধু দাও উপদেশ।
কি উপায়ে ঘুচাইব মন্থরের ক্লেশ॥"
হিরণ্যক কহে "তবে চিত্রাঙ্গ যাইয়ে
সরোতীরে শব সম রহিবে শুইয়ে॥
লঘুপতনক বসি উপরে তাহার।
চঞ্চুপুটে ধীরে ধীরে করিবে প্রহার॥
নিষাদ নেহারি, ত্যজি মন্থরে ত্বরায়।
যাইবে লইতে মৃগে মাংসের আশায়॥

শিবা, মৃগ, ব্যাধ ও সর্পকথা

"হিরণ্যক আসি শীঘ্র বন্ধন কাটিল।
মন্থর সত্বর জলে প্রবেশ করিল॥"

ইতিমধ্যে মন্থরের কাটিব বন্ধন।
তোমরা করিবে ব্যাধে হেরি পলায়ন॥"
মূষিকের বাক্যে মৃগ বায়স চলিল।
যেমন আদেশ কাজ তেমনি করিল॥
এদিকে নিষাদ ক্লান্ত ক্লিষ্ট পিপাসায়।
জল পান করি, বসে বৃক্ষের তলায়॥
হেরি মৃগ-শব, ছুরি আনন্দে লইয়ে।
করিল পয়ান তথা মন্থরে রাখিয়ে॥
হিরণ্যক আসি শীঘ্র বন্ধন কাটিল।
মন্থর সত্বর জলে প্রবেশ করিল॥
নিষাদ নিকটে গেলে উঠিয়ে হরিণ।
দ্রুতপদে প্রবেশিল গহন বিপিন॥
ফিরিল হতাশ ব্যাধ গাছের তলায়।
দেখিল মন্থর নাই গিয়াছে কোথায়॥
অতি দুঃখে করাঘাত করিয়ে ললাটে।
কহিল "মূর্খের ভাগ্যে এইরূপ ঘটে॥
লব্ধ বস্তু ছাড়ে যেই ভবিষ্য আশায়।
মিলে না বাঞ্ছিত ফল, লব্ধ সে হারায়॥"

ময়ূর-রাজহংস-কথা

'কর্পূর' দ্বীপেতে এক আছে সরোবর
পদ্মকেলী নাম তার অতি মনোহর ॥
নামেতে 'হিরণ্যগর্ভ' নয়নরঞ্জন।
রাজহংস তথা এক করে বিচরণ ॥
কর্ণধার না থাকিলে তরণী যেমন।
অতল সাগর-গর্ভে হয় নিমগন ॥
রাজা না থাকিলে রাজ্যে নিশ্চিত তেমন
বিপ্লববিধ্বস্ত হয় যত প্রজাগণ ॥
জলচারী বিহগেরা এত ভাবি মনে।
বসাল হিরণ্যগর্ভে রাজসিংহাসনে ॥
হংসরাজ পরিজন সহ এক দিন।
বিশাল কমলাসনে সুখে সমাসীন ॥
সুদূর হইতে আসি এমন সময়ে।
বসিল বলাকা এক প্রণাম করিয়ে ॥
রাজা কহিলেন "ভাল বিদেশ হইতে।
কি সংবাদ 'দীর্ঘমুখ' এনেছ বলিতে ॥"
বক বলে "মহারাজ, বার্ত্তা গুরুতর।
নিবেদিতে ও চরণে এসেছি সত্বর ॥
জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যনামে পর্ব্বতশেখরে।
পক্ষিরাজ চিত্রবর্ণ পিক বাস করে ॥

দাবানল-দগ্ধ বনে করি বিচরণ।
দেখিল সে চিত্রবর্ণ অনুচরগণ॥
জিজ্ঞাসিল "কেবা তুমি বল কি কারণ
কোথা হ'তে আসিয়াছ মোদের এ বন॥"
আমি বলিলাম "শুন কর্পূর দ্বীপের।
অনুচর আমি রাজা হিরণ্যগর্ভের॥
এসেছি করিতে কৌতূহল নিবারণ।
নিত্য নিত্য করি যত বিদেশ দর্শন॥"
বিহগেরা জিজ্ঞাসিল "কহ সবিশেষ।
এ দেশ তোমার দেশ, ভাল কোন দেশ?
এ দেশের রাজা আর কর্পূররাজার।
কোন রাজা শ্রেষ্ঠ বলি ধারণা তোমার॥"
সকোপে বলিনু আমি "কি আর বলিব।
সে দেশে এ দেশে ভেদ কেমনে বর্ণিব?
দ্বিতীয় বাসব রাজা অলকা কর্পূর।
সে দেশ এ দগ্ধ দেশে প্রভেদ প্রচুর॥
পাদপ-বিহীন এই মরুভূ ছাড়িয়ে।
মোদের সে স্বর্গভূমে আইস চলিয়ে॥"
আমার কথায় হ'য়ে ক্রোধে কম্পমান।
প্রমাণ করিল তারা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
ভুজঙ্গে করাও পান দুগ্ধ সুমধুর।
বাড়িবে তাহাতে শুধু গরল প্রচুর॥
তেমতি মূর্খেরে যদি দাও উপদেশ।
শান্ত না হইবে, আরও বাড়িবে বিশেষ॥

জ্ঞানী জনে কহিবেক উপদেশ বাণী।
অজ্ঞ জনে হিত কথা বল না কখনি।
অজ্ঞান বানরদলে দিয়ে উপদেশ।
বিহগেরা অবশেষে ছাড়িলেক দেশ॥
হংসরাজ জিজ্ঞাসিলা "কি সে ঘটে ছিল?"
দীর্ঘমুখ রাজাদেশে বিস্তারে কহিল।

পক্ষি-বানর-কথা

নর্ম্মদার তীরে তুঙ্গ শৈল-শিরে
বিশাল শাল্মলী-শাখে।
বিহগ-নিকর নীড় মনোহর
নিরমি নিবসে সুখে॥
বরষার দিন গগন নবীন
ঢাকিল জলদ-জালে।
প্লাবিয়ে ভূতল মেঘমালা জল
অবিরাম ধারে ঢালে॥
শাল্মলীর তল বানরের দল
আশ্রয় করিল আসি।
শীতে থর থর কাঁপে কলেবর
ভিজিয়াছে রোম-রাশি।
নিরখি দয়ায় পাখী সমুদায়
তাদিগে ডাকিয়ে কহে।
"ওহে কপিকুল এ হেন আকুল
হেরি দুখে অঙ্গ দহে॥
চঞ্চুমাত্র তৃণ করি আহরণ
আমরা বেঁধেছি নীড়।
হস্ত পদ আছে কেন তবে মিছে
তোমরা দুখে অধীর॥"

শুনি এ বচন দুষ্ট কপিগণ
কোপে করে বলা বলি।
নির্ব্বিঘ্নে কুলায়ে বিহঙ্গ বসিয়ে
মোদেরে দিতেছ গালি ॥
থামিলে বর্ষণ বৃক্ষে আরোহণ
করিয়ে সদল বলে।
দিব দণ্ড এর দেখাব এদের
নিন্দার কি ফল ফলে ॥”
কতক্ষণ পরে বারি নাহি ঝরে
থামিল বাত বাদল।
পাদপ উপরে মহা হুহুঙ্কারে,
উঠিল বানর-দল ॥
কুলায় নিচয় ভাঙ্গে সমুদয়,
শাবক সকলে নাশে।
অণ্ড যাহা পেল ভূতলে ফেলিল
পাখীরা পলাল ত্রাসে ॥
হংসরাজ কহিলেন “বল ক্রোধ-ভরে।
বিহঙ্গম সবে তোমা কি কহিল পরে ॥”
বক বলে “বিহগেরা সরোষে কহিল।
“তোর সেই রাজহংসে রাজা কে করিল?”
আমিও বলিনু কোপে উত্তরে তাদের।
“কে রাজা করিল সেই ময়ূরে তোদের?”
এতে তারা এল মোরে করিতে প্রহার।
আমিও দেখানু সেথা বিক্রম আমার ॥

ক্ষী ও বানর

"পাদপ-উপরে মহা হুহুঙ্কারে, উঠিল বানরদল ।
কুলায় নিচয় ভাঙ্গি সমুদয় শাবকসকলে নাশে ॥"

হাসিয়া হিরণ্যগর্ভ কহিলা তখন।
"আপন পরের বল দেখেও যে জন॥
নিবারিতে নাহি পারে কে হয় প্রবল।
তিরস্কার করে তারে অধম দুর্ব্বল॥
আবৃত শার্দ্দূল-চর্ম্মে সর্ব্ব কলেবর।
নির্ব্বোধ রাসভ এক পূরিত উদর॥
নিত্য নিত্য নব শস্যে, ধরি বহুদিন।
বাক্য-দোষে অবশেষে পাইল বিলীন॥
দীর্ঘমুখ সবিনয়ে করে নিবেদন।
"শুনিতে কাহিনী এই করি আকিঞ্চন॥"

রজক-রাসভ-কথা

রাজা কহিলেন শুন "হস্তিনা-নগরে।
'বিলাস' নামেতে এক ধোবা বাস করে॥
সবে মাত্র এক তার গর্দ্দভ আছিল।
গুরু ভার বহি নিত্য মৃতপ্রায় হ'ল॥
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম আবরিয়ে রজক তাহায়।
ছেড়ে দিল শস্যক্ষেত্রে করি অভিপ্রায়॥
ক্ষেত্রপতি ব্যাঘ্র ভ্রমে কাছে না আসিবে।
অবাধে গর্দ্দভ শস্যে পরিপুষ্ট হবে॥
সত্যই সে ক্ষেত্রপাল রাসভে হেরিয়া।
প্রাণ-ভয়ে দ্রুতপদে গেল পলাইয়া॥
নিরাপদে রাসভ সে করি বিচরণ।
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়ে শস্য করিত ভক্ষণ॥
একদা রক্ষক এক করি পরিধান।
সর্ব্বাঙ্গে কম্বল এক ধূসর বরণ॥
নত দেহে হস্তে ধনু শায়ক লইয়ে।
সাবধানে এক পার্শ্বে রন দাড়াইয়ে।
স্বচ্ছন্দ ভোজন-পুষ্ট রাসভ নেহারি।
দূর হ'তে ক্ষেত্রপালে, ঘোর রব করি॥
অপর রাসভ জ্ঞানে হল ধাবমান।
রক্ষক রাসভ জানি বধিল পরাণ॥

দীর্ঘমুখ কহে পুনঃ “শুন মহারাজ!
আমায় কহিল রুষ্ট বিহগসমাজ।
ওরে পাপ দুষ্ট বক বিচরি এদেশে।
এদেশের রাজনিন্দা করিছ অক্লেশে ॥
ক্ষমা না করিব তোরে বিহগ অধম।”
বলি আরম্ভিল চঞ্চু প্রহার বিষম ॥
উচ্চ কণ্ঠে সবে মিলে পরুষ বচনে।
কহিতে লাগিল মূর্খ দেখরে নয়নে ॥
তোর সেই হংসরাজ নিস্তেজ কেমন।
কি যোগ্যতা করে রাজদণ্ড সে ধারণ ॥
যে ভীরু করস্থ ধন পারে না রক্ষিতে।
পৃথিবী-শাসন সেই পারে কি করিতে?
হেন কাপুরুষ জনে রাজ্য কি আবার।
কূপমণ্ডু, কহ যেতে আশ্রয়ে তাহার ॥
কূপমণ্ডু নাহি দেখে পৃথিবী কেমন।
কূপেরই গৌরব করে নিখিল ভুবন ॥
আশ্রয় করিবে ফলচ্ছায় তরুবরে।
দৈবে না ফলিলে ফল ছায়া কে নিবারে?
হীনমতি জনে কভু সেবা না করিবে।
মহাপুরুষের সদা শরণ লইবে ॥
শৌণ্ডিকের করে দুগ্ধ সুরা লোকে কয়।
প্রবাদ, রাজার শুধু নামে কার্য্য হয় ॥
শশধর নাম নিয়ে শশ কতিপয়।
নির্বাসিত নিরমিয়ে সুখের নিলয় ॥

শশী-বারণ-কথা

জিজ্ঞাসিনু বিবরণ—পক্ষীরা কহিল।
বরষায় দিন তবু মেঘ না বর্ষিল॥
শুকাইল নদনদী মার্ত্তণ্ড-কিরণে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ জীব সলিল-বিহনে॥
তৃষায় আকুল এক মাতঙ্গের দল।
যূথনাথে কহে প্রভু হয়েছি বিকল॥
ক্ষুদ্র জন্তু করে স্নান এত জল নাই।
আমাদের স্নানযোগ্য জল কোথা পাই॥
জলাভাবে হইয়াছি সবে মৃতপ্রায়।
বল প্রভু বাঁচিবার কি আছে উপায়॥
গজরাজ যূথ সহ কিছু দূরে গিয়ে।
তড়াগ নির্ম্মলজল দিল দেখাইয়ে॥
পুলিনে করিত বাস শশক সকল।
দলিত হইল কত হস্তি-পদতল॥
শিলীমুখ নামে শশ ভাবিতে লাগিল।
পিপাসিত হস্তিযূথ সলিল পাইল॥
প্রত্যহ আসিলে যূথ জলপান তরে।
আমাদের বংশ লোপ হইবে সত্বরে॥
বিজয় নামেতে এক শশক স্থবির।
শশগণে কহে শুন না হও অধীর॥

অবিলম্বে আমি দেখ করিব ইহার।
যে হয় করিতে সমুচিত প্রতিকার॥
প্রতিজ্ঞা করিয়ে শশ করিল প্রস্থান।
চিন্তান্বিত করিবে কি উপায় বিধান॥
পর্ব্বতশিখরোপরে করি আরোহণ।
গজেন্দ্রে নেহারি কহে করি সম্ভাষণ॥
"শুন গজরাজ আমি এসেছি এথায়।
বিশেষ সংবাদ কিছু কহিতে তোমায়॥"
গজেন্দ্র কহিল "তুমি কে, কি কারণে।
বল ত্বরা কোথা হ'তে এসেছ এ বনে॥"
শশক কহিল শুন আমি দেব-দূত।
ভগবান্ চন্দ্রমার সদন-প্রসূত।
এসেছি হেথায় আজি কহিতে এ কথা।
তুমিত জানহ দূত অবধ্য সর্ব্বথা॥
"আমার এ সরোবররক্ষী শশগণে।
তাড়ায়েছ—পদে দলী মারিয়াছ প্রাণে॥
করিয়াছ অসঙ্গত অতীব কুকাজ।
আমার আশ্রিত এই শশকসমাজ॥
শশক আমার তেহি শশাঙ্ক এ নামে।
চিরদিন অভিহিত আমি ধরাধামে॥"
দূতমুখে হস্তিরাজ শুনি দেববাণী।
ভয়ে ভয়ে কহে "দেব চন্দ্রের, না জানি॥
শ্রীচরণে অপরাধ করেছি ভীষণ।
আর না শশাঙ্কসরে যাইব কখন॥

শশী-বারণ-কথা

জিজ্ঞাসিনু বিবরণ—পক্ষীরা কহিল।
বরষার দিন তবু মেঘ না বর্ষিল॥
শুকাইল নদনদী মার্ত্তণ্ড-কিরণে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ জীব সলিল-বিহনে॥
তৃষায় আকুল এক মাতঙ্গের দল।
যূথনাথে কহে প্রভু হয়েছি বিকল॥
ক্ষুদ্র জন্তু করে স্নান এত জল নাই।
আমাদের স্নানযোগ্য জল কোথা পাই॥
জলাভাবে হইয়াছি সবে মৃতপ্রায়।
বল প্রভু বাঁচিবার কি আছে উপায়॥
গজরাজ যূথ সহ কিছু দূরে গিয়ে।
তড়াগ নির্ম্মলজল দিল দেখাইয়ে॥
পুলিনে করিত বাস শশক সকল।
দলিত হইল কত হস্তি-পদতল॥
শিলীমুখ নামে শশ ভাবিতে লাগিল।
পিপাসিত হস্তিযূথ সলিল পাইল॥
প্রত্যহ আসিলে যূথ জলপান তরে।
আমাদের বংশ লোপ হইবে সত্বরে॥
বিজয় নামেতে এক শশক স্থবির।
শশগণে কহে শুন না হও অধীর॥

অবিলম্বে আমি দেখ করিব ইহার।
যে হয় করিতে সমুচিত প্রতিকার॥
প্রতিজ্ঞা করিয়ে শশ করিল প্রস্থান।
চিন্তান্বিত করিবে কি উপায় বিধান॥
পর্ব্বতশিখরোপরে করি আরোহণ।
গজেন্দ্রে নেহারি কহে করি সম্ভাষণ॥
"শুন গজরাজ আমি এসেছি এথায়।
বিশেষ সংবাদ কিছু কহিতে তোমায়॥"
গজেন্দ্র কহিল "তুমি কে, কি কারণে।
বল ত্বরা কোথা হ'তে এসেছ এ বনে॥"
শশক কহিল শুন আমি দেব-দূত।
ভগবান্ চন্দ্রমার বদন-প্রসূত।
এসেছি হেথায় আজি কহিতে এ কথা।
তুমিত জানহ দূত অবধ্য সর্ব্বথা॥
"আমার এ সরোবররক্ষী শশগণে।
তাড়ায়েছ—পদে দলি মারিয়াছ প্রাণে॥
করিয়াছ অসঙ্গত অতীব কুকাজ।
আমার আশ্রিত এই শশকসমাজ॥
শশক আমার, তেহি শশাঙ্ক এ নামে।
চিরদিন অভিহিত আমি ধরাধামে॥"
দূতমুখে হস্তিরাজ শুনি দেববাণী।
ভয়ে ভয়ে কহে "দেব চন্দ্রের, না জানি॥
শ্রীচরণে অপরাধ করেছি ভীষণ।
আর না শশাঙ্কসরে যাইব কখন॥

দূত কহে তবে এই সরোবর-নীরে।
হেরিবে চন্দ্রমা ক্রোধকম্পিতশরীরে॥
প্রণমি প্রসন্ন করি হয়ে সমাধান।
কাননে বারণরাজ করহ প্রস্থান॥
গজেন্দ্রে লইয়ে সঙ্গে শশক নিশায়।
সলিলে শশাঙ্কবিম্ব দেখাইল তায়॥
প্রণাম করিতে দন্তী জলে প্রবেশিল।
সলিল-কম্পনে বিম্ব কম্পিত হইল॥
শশ কহে "দেব কর ক্রোধ সম্বরণ।
না জানিয়ে অপরাধ করেছে বারণ॥"
এত বলি বৃদ্ধ শশ দেব শশধরে।
পাঠাইল গজরাজে দূর দেশান্তরে॥
আমি কহিলাম তবে উত্তরে তাহার।
অসীম প্রতাপ আছে মোদের রাজার॥
ত্রিলোকের আধিপত্য সম্ভবে তাহায়।
কি ছার এ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্ষুদ্র এ ধরায়॥
বিহগেরা মোরে সবে কহিল তখন।
কিরূপে এদেশে দুষ্ট করিবি ভ্রমণ।
সকলে মিলিয়ে তবে লইয়ে আমায়।
উপনীত করিলেক রাজার সভায়॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি রাজার চরণ।
নিবেদিল মহারাজ করুন্ শ্রবণ।
এই দুষ্ট বক হেথা করি বিচরণ।
মহারাজ নিন্দা তব করিছে কীর্ত্তন॥

"প্রণাম করিতে দন্তী জলে প্রবেশিল।
সলিলকম্পনে বিম্ব কম্পিত হইল॥"

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিলা "কহ বিবরণ।
কোথা হ'তে আসিয়াছে কে বা এইজন॥"
"কর্পূরদ্বীপের" তারা কহিল "এ বক।
হিরণ্যগরভ রাজহংসের সেবক॥"
গৃধ্র মন্ত্রিবর পরে মোরে জিজ্ঞাসিল।
"রাজার প্রধান মন্ত্রী কে তথায় বল॥"
আমি কহিলাম "নামে সর্ব্বজ্ঞ" সুধীর।
চক্রবাক মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণা-প্রবীর॥"
গৃধ্র কহিলেক "মন্ত্রী যোগ্য পাত্র বটে।
এহেন সুযোগ্য জন কদাচিৎ ঘটে॥
শাস্ত্রে বলে শুদ্ধবংশ আচরণে শুচি।
দ্যূত মদ্য পরদারে যাহার অরুচি॥
পুণ্যাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ আর উৎকোচ-বিমুখ।
যশস্বী বিখ্যাত বংশ পণ্ডিত-প্রমুখ॥
রাজনীতি-বিশারদ করি অধ্যয়ন।
করিবে এহেন জনে মন্ত্রিত্বে বরণ॥"
অতঃপর শুক ধীরে করে নিবেদন।
কর্পূরাদি ক্ষুদ্র দ্বীপ জম্বুর অধীন॥
কর্পূরে রাজন্ তব আছে অধিকার।
"তাই বটে" বলি রাজা, করিলা স্বীকার॥
আমি বলিলাম যদি কথাতেই তব।
মহারাজ আধিপত্য কর্পূরে সম্ভব॥
আমি বলি আছে তবে হিরণ্যগর্ভের।
জম্বুদ্বীপে অধিকার কর্পূররাজের॥

শুক বলে "হবে এর মীমাংসা কেমনে।
আমি বলিলাম "হবে মহাঘোর রণে॥"
বক্র হাসি হাসি কহিলেন মহারাজ।
"আপন প্রভুরে কহ করে যুদ্ধসাজ॥
আমি বলিলাম দিন, দূত আপনার।
হবে না প্রত্যয় শুধু কথায় আমার॥"
রাজা বলিলেন "দৌত্য বল কে লইবে।"
শুক বলে "রাজাদেশে কে বা না যাইবে॥
কিন্তু দূতশ্রেষ্ঠ সদা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"
রাজা বলিলেন "শুক করিবে গমন॥
"শুক তুমি বক সঙ্গে যাইয়ে কর্পূরে।
অভিপ্রায় ব্যক্ত মোর করিবে সত্বরে॥"
"যে আজ্ঞা" বলিয়ে শুক স্বীকার করিয়ে।
বলিল বলাকা ধূর্ত্ত, ধূর্ত্তেরে লইয়ে॥
যাইব না, যাওয়া কভু নহে ত সঙ্গত।
বায়সের সঙ্গে থাকি হংস হ'ল হত॥"

হংস ও কাক

"পথিক চাহিয়ে ঊর্দ্ধে হেরি হংসবর।
বধিল পরাণি তার ত্যজি তীক্ষ্ণ শর

হংস-কাক-সংবাদ

রাজাদেশে শুক তবে বিবরি কহিল।
উজ্জয়িনী-দেশে এক অশ্বত্থ আছিল॥
পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়ে বিটপী মহান্।
শ্রান্ত পথিকের শান্তি করিত বিধান॥
এক কাক হংস সহ বাঁধিয়ে কুলায়।
একত্রে করিত বাস অশ্বত্থ-শাখায়॥
পথশ্রান্ত পান্থ এক নিদাঘ সময়ে।
শুইল সে বৃক্ষতলে ধনুর্ব্বাণ লয়ে॥
পাদপের শীতচ্ছায়া কিছুকাল পরে।
ঘুমন্ত পথিক মুখ হতে গেল সরে॥
পান্থের আনন তপ্ত তপন-কিরণে।
নেহারি করুণা হল হংসবর মনে॥
পুণ্যাত্মা সে হংস পক্ষ করিয়া বিস্তার।
পান্থমুখে সৌরকর করিল নিবার॥
হংস পক্ষচ্ছায়ে সুখে করিয়ে শয়ন।
সুখ-নিদ্রা-ভরে পান্থ তুলিল জৃম্ভণ॥
পরশ্রীকাতর দুষ্ট বায়স দেখিল।
পুরীষ তেয়াগি মুখে দূরে পলাইল॥
পথিক চাহিয়ে ঊর্দ্ধে হেরি হংসবর।
বধিল পরাণি তার ত্যজি তীক্ষ্ণশর॥

এহেতু সুস্পষ্ট আছে শাস্ত্রের শাসন।
দুর্জ্জনে তেয়াগি কর সৎসঙ্গ গ্রহণ॥
পুণ্য কার্য্যে নিশিদিন করিবে যাপন।
সংসার নশ্বর সদা করিবে স্মরণ॥
আমি বলিলাম তবে কেন ভাই শুক।
হয়েছ আমার প্রতি এহেন বিমুখ॥
শ্রীমন্মহারাজ মোরে করেন বিশ্বাস।
তুমি কেন করিতেছ হেন অবিশ্বাস॥"
শুক কহিলেক "ভাল বিশ্বাস করিব।
কিন্তু ভাই, ভয় আমি কিরূপে দূরিব॥
দুর্জ্জনের মৃদু হাসি মধুর ভাষায়।
অকালে ফুলের মত আশঙ্কা জন্মায়॥
তুমি যে দুর্জ্জন তাহা বুঝিয়াছি বেশ।
তোমার কথায় রণে মত্ত দুই দেশ॥
তবে দিয়ে বিধিগত রাজার সম্মান।
পিকরাজ করিয়াছে আমায় প্রেরণ॥
শুকও আসিছে পাছে, শুন মহারাজ।
বিদিত হইয়ে কর উচিত যে কাজ॥"
এত শুনি চক্রবাক কহিল হাসিয়া।
করিয়াছে মূর্খ বক দেশান্তরে গিয়া॥
শক্তি অনুসারে কাজ স্বভাব যেমন।
অকারণে বিসম্বাদ মূর্খের লক্ষণ॥
বিদ্বান্ সহস্র লাভ করিবে বর্জ্জন।
তথাপি কলহ নাহি করে কদাচন॥

রাজা কহিলেন "বৃথা কর তিরস্কার।
অতীতের জন্য, যার নাহি প্রতিকার॥
উপস্থিত কার্য্যে কর উপায় বিধান।"
"একান্তে" বলিল মন্ত্রী যুক্তি-প্রয়োজন॥"
রাজা মন্ত্রী সভাতলে রহিল বসিয়ে।
অপর সকলে গেল অন্যত্র চলিয়ে॥
চক্রবাক কহিলেক "ধারণা আমার।
বিশ্বাসঘাতক কোন রাজ-অনুচর॥
পাঠাইয়ে বলাকায় করেছে এ কাজ।
স্বার্থপর নীচাশয় নাহি যার লাজ॥
বৈদ্যের নিকটে রোগী আকাঙ্ক্ষিত ধন।
কুসেবক চাহে প্রভু আসক্ত-ব্যসন॥"
রাজা কহিলেন "হ'ক, ইহার কারণ।
যে হয় পশ্চাতে করা যাবে নির্দ্ধারণ॥
এখন কর্ত্তব্য যাহা কর উপদেশ।
অযথা কাটিলে কাল উপজিবে ক্লেশ॥"
চক্রবাক কহিলেক "মহারাজ তবে।
অবিলম্বে বৈরিপুরে গুপ্তচর যাবে॥
তাহাতে জানিব শত্রু-যুদ্ধ-আয়োজন।
জানিতে পারিব সৈন্য-বলই বা কেমন॥
গুপ্তচরই একমাত্র নয়ন রাজার।
দেখিতে পরের রাজ্য, রাজ্য আপনার॥
যে রাজার চর নাই, চক্ষু নাই তার।
আত্ম পর রাজ্য তার সবই অন্ধকার॥

বিশ্বস্ত জনৈক সঙ্গে গুপ্তচর নিবে।
বৈরীর মন্ত্রণাফল সংগ্রহ করিবে ॥
আপনি থাকিয়ে সেথা অতি সংগোপনে।
পাঠাইবে বার্ত্তা সহ বিশ্বস্ত সে জনে॥
জলে স্থলে যেই পারে করিতে গমন।
গুপ্তচর হইবার যোগ্য সেই জন॥
অতএব মহারাজ দীর্ঘমুখ যাবে।
অপর বলাকা এক সঙ্গেতে লইবে॥
এ কার্য্য করিতে হবে অতি সাবধানে।
প্রকাশ না হয় মন্ত্র, অপরে না জানে॥
মন্ত্রণা নিষ্ফল হয় বহুকর্ণে গেলে।
এজন্য মন্ত্রণা করে নৃপতি সকলে॥
বিশ্বস্ত আত্মীয় সহ, অন্যে নাহি জানে।"
দ্বারী আসি নিবেদিল রাজার চরণে॥
"জম্বুদ্বীপ হতে শুক একটী আসিয়ে।
আদেশ জানিতে আছে দ্বারে অপেক্ষিয়ে॥"
মহারাজ চাহিলেন চক্রবাক পানে।
চক্রবাক কহিলেক "গিয়ে বাসস্থানে॥
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম তিনি করুণ তথায়।
রাজার গোচরে শীঘ্র আনিব তাহায়॥"
"যে আজ্ঞা" বলিয়ে দ্বারী করিলা প্রস্থান।
শুকে দেখাইল নিরূপিত বাসস্থান॥
রাজা কহিলেন "যুদ্ধ হ'ল উপস্থিত।"
মন্ত্রী কহে "তবু রণ না হয় বিহিত॥

সাম দান ভেদ এই উপায়-নিচয়ে।
করিবে যতন সুধী শত্রু-পরাজয়ে॥
শত্রুজয়ে রণ কভু করে না সুধীর।
রণক্ষেত্রে না যাইয়ে সকলেই বীর॥
না জেনে পরের বল, বল আপনার।
অজেয় বলিয়া কে না করে অহঙ্কার॥
তথাপি হয়েছে যবে যুদ্ধ সমাগত।
উপযুক্ত আয়োজন করা সুসঙ্গত॥
বিশেষতঃ চিত্রবর্ণ মহাবলশালী।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,—ভাবি আমি বলি॥
দুর্গ না সংস্কৃত প্রভো হয় যত দিনে।
রাখিতে হইবে শুকে আশ্বাস বচনে॥"
অনন্তর মহারাজ সারসে ডাকিয়া।
কহিলেন "শীঘ্র করি সরোবরে গিয়া॥
মধ্যস্থ ভূভাগে কর আহার্য্য সঞ্চিত।
বহুদিন এই সব দুর্গ নিরূপিত॥"
প্রতিহারী কহে পুনঃ সভায় প্রবেশি।
"মেঘবর্ণ নামে কাক সিংহলনিবাসী॥
প্রণমি সপরিবারে রাজার চরণে।
করিতেছে আকিঞ্চন রাজ-দরশনে॥"
রাজা কহিলেন "কাক বহুদর্শী জ্ঞানী।
স্বপক্ষে সংগ্রহ তারে কর ত্বরা আনি॥"
চক্রবাক কহিলেক "কাক স্থলচর।
বহুদর্শী বিজ্ঞ তবু রিপু-সহচর॥

কে জানে বিপক্ষ তারে করেনি প্রেরণ
কিরূপে তাহারে তবে করিব গ্রহণ ॥
আত্মপক্ষ ছাড়ি যেই পরপক্ষে যায়।
নীল শিবামত মূঢ় জীবন হারায় ॥"
করিতে রাজার কৌতূহল নিবারণ।
করিলা তখন মন্ত্রী বৃত্তান্ত-বর্ণন ॥

নীলবর্ণ শৃগালের কথা

"চণ্ডরব" নামে শিবা কোন এক বনে।
আনন্দে করিত বাস আপনার মনে ॥
একদা সে চণ্ডরব ক্ষুধার জ্বালায়।
নগর-ভিতরে গেল আহার-চেষ্টায় ॥
শৃগাল দেখিয়া যত সারমেয়-কুল।
চিৎকারি ঘেরিয়া তায় করিল আকুল ॥
তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে দেহ করে বিদারণ।
প্রাণভয়ে চণ্ডরব করে পলায়ন ॥
রজকের গৃহ এক নিকটে আছিল।
দেখিয়ে শৃগাল তাহে প্রবেশ করিল ॥
নীলবর্ণপূর্ণ ভাণ্ড আছিল সজ্জিত।
তাহাতে পড়িয়া নীলে হইল রঞ্জিত ॥
শৃগাল বলিয়ে তাহে চিনিতে না পারি।
কুকুরের দল ফিরে গেল তারে ছাড়ি ॥
চণ্ডরব পলায়ন করি দূর দেশে।
লোকালয় ছাড়ি দূর অরণ্যে প্রবেশে ॥
হরকণ্ঠবিষ সম সুনীল বরণ।
অপূর্ব্ব এ প্রাণী ভাবি যত পশুগণ ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূ আর দুরন্ত বারণ।
ভয়-ব্যাকুলিত চিত্ত করে পলায়ন ॥

কহিতে লাগিল ভয়ে না ফুরে বচন।
কি অদ্ভুত পশু হেন না হেরি কখন ॥
কোথা হ'তে এল পশু কত বল ধরে।
কতই সাহস এর কে বলিতে পারে॥
অতএব যদি সবে বাঁচিবারে চাও।
প্রাণ লয়ে দূর বনে এখনি পালাও॥
শাস্ত্রে বলে যার কুল কার্য্য পরাক্রম।
নাহি থাকে পরিজ্ঞাত কি তার নিয়ম॥
আপন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী যেই জন।
তাহারে বিশ্বাস কভু করে না কখন॥
চণ্ডরব ভীত ত্রস্ত নেহারি সকলে॥
বিতরি অভয় বাণী পশুগণে বলে।
অরণ্যনিবাসী যত শোন মোর বাণী।
ভয় নাই কারো কোন করিব না হানি॥
আমায় দেখিবামাত্র ভয়েতে ব্যাকুল।
কেন দূরে পলাইছে বন্য পশুকুল॥"
বিধাতা স্বয়ং মোরে বলেছেন আজি।
"রাজহীন ক্ষিতিতলে যত পশুরাজি॥
আমি অভিষেক তোমা করি রাজপদে।
ভূতলে নামিয়ে পশুপাল নিরাপদে॥"
বিধির আদেশে আমি এসেছি এ বনে।
শাসিব শ্বাপদ-রাজ্য ন্যায়ের শাসনে॥
আজি হ'তে পশু মম ছত্রের ছায়ায়।
নিশ্চিন্তে করিবে বাস শান্তির দোলায়॥

শ্বাপদের রাজা আমি "ককুদ্রুম" নাম।
লভেছি জনম মম গোলোক শ্রীধাম॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূ আদি যত পশুগণে।
শুনিয়ে সে বাণী কহে বিনয় বচনে॥
"প্রভুর সেবায় মোরা প্রস্তুত সবাই।
আদিশ কোন্ বা কার্য্যে কে আমরা যাই॥
নব ভূপতির নব নিদেশে তখন।
অমাত্য-পদবী পেল কেশরী ভীষণ॥
তাম্বূলাধিকারী দন্তী ব্যাঘ্র শয্যাপাল।
প্রাসাদ-দুয়ারে ভল্লূ হল দ্বারপাল॥
নিত্য বহু মৃগ তারা করিয়ে সংহার।
রাজার চরণে আনি দিত উপহার॥
রাজধর্ম্ম পালি রাজা হত জীবগণ।
প্রজাগণ-মধ্যে নিজে করিত বণ্টন॥
এইরূপে কতদিনে প্রতাপ তাহার।
সমস্ত অরণ্য-মধ্যে হইল প্রচার॥
সিংহাদি উত্তম সভ্য ভূপতি পাইয়ে।
শিবাগণে সভা হ'তে দিল তাড়াইয়ে॥
রাজহস্তে এইরূপে পেয়ে অপমান।
বিষাদে শৃগালদল হল ম্রিয়মাণ॥
বৃদ্ধ এক শিবা তবে ডাকি জ্ঞাতিগণে।
কহিলেন "কেন সবে বিরস বদনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূ আদি পশু মহাবল।
চিনিতে না পারি রাজে ভয়েতে বিহ্বল॥

বর্ণমাত্র হেরি তারা রাজা বলি মানে।
করিব কৌশল যাতে সত্য তারা জানে।
অনীতিজ্ঞ, জ্ঞাতিগণে করেছে পীড়িত।
তাহার উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত ॥
সন্ধ্যা-সমাগমে আজি সকলে মিলিবে।
রাজার গোচরে গিয়ে আরাব তুলিবে ॥
সে রব শুনিয়ে রাজা জাতীয়-স্বভাবে।
নিশ্চয় তাহাতে নিজ কণ্ঠ মিশাইবে ॥
শার্দ্দূল সে রবে পেয়ে সত্য পরিচয়।
খণ্ড খণ্ড করিবেক শিবা নীচাশয় ॥”
সন্ধ্যাগমে সেই দিন শৃগালের দল।
রাজদ্বারে গিয়ে তোলে মহাকোলাহল ॥
স্বজাতির কণ্ঠধ্বনি শ্রবণমধুর।
শুনিয়ে রাজার হল আনন্দ প্রচুর ॥
পুলকে পূরিত তনু নেত্রে বহে নীর।
আরম্ভিলা পশুরাজ “হোক্কা” সুরুচির ॥
সিংহ ব্যাঘ্র সবে শুনি বিস্ময় মানিল।
ধূর্ত্ত শিবা বলি তারে চিনিতে পারিল ॥
বলিল “কি মূর্খ মোরা ক্ষুদ্র এ শৃগাল।
বেঁধেছে মোদের গলে দাসত্ব-শৃঙ্খল ॥
তিলার্দ্ধ ইহাকে রাখা নহে ত উচিত।
এখনি এ দুষ্টে দণ্ড দাও সমুচিত ॥”
শুনিয়ে শৃগাল যেই যাবে পলাইয়া।
সিংহাদি বধিল তারে নখে বিদারিয়া ॥

"স্বভাব দুরতিক্রম্য, কুকুর কখন।
ছাড়ে কি হ'লেও রাজা, পাদুকালেহন॥"
রাজা কহিলেন "দূর সিংহল হইতে।
এসেছে যেহেতু কাক স্বজন সহিতে॥
নিশ্চিন্তে তখন তারে করিতে গ্রহণ।
না দেখি বিশেষ কিছু ক্ষতির কারণ॥"
মন্ত্রী কহে "গুপ্তচর হয়েছে প্রেরিত।
দুর্গও হয়েছে এবে সুচারু সজ্জিত॥
শুক সঙ্গে দেখা এবে করিয়ে তাহায়।
অবিলম্বে নিজ দেশে করুন বিদায়॥"
শুক ও বায়স তবে হইয়া আহূত।
আসনে বসিয়া, করি শির সমুন্নত।
"শুন হে হিরন্যগর্ভ" শুক সম্ভাষিলা॥
"রাজরাজ চিত্রবর্ণ আজ্ঞা জানাইলা।
জীবনে সম্পদে. যদি থাকে প্রয়োজন।
নত শিরে লহ মোর চরণে শরণ॥
নতুবা এ রাজ্য ছাড়ি দূর দেশান্তরে।
চিন্তহ উপায় শীঘ্র বাস করিবারে॥"
শুনিয়ে হিরণ্যগর্ভ কুপিত ভাষায়।
কহিলা "এমন কেহ নাহি কি সভায়॥
যে দেয় এ দুষ্ট বকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে।
এ মুহূর্ত্তে সভা হ'তে বাহির করিয়ে॥"
মেঘবর্ণ উঠি লম্ফে কহিল তখন।
"আজ্ঞা পেলে দেব, শুকে করিব নিধন॥"

মন্ত্রী কহিলেক "সাধু, ক্ষান্ত হও এবে।
অপ্রিয় এমন কাজ করিতে না হবে॥
প্রবীণ-বিহীন সভা সভামধ্যে নয়।
সে সত্য নহে ত সত্য, ছল যাতে রয়॥
ছলনার অন্তরালে সত্য যুধিষ্ঠির।
"অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলি ধীর॥
সেই পাপে করেছিলা নরক-দর্শন।
ছলনা আছিল সত্য অসত্য ভীষণ।
দূতের কথায় বল কেবা করে মনে।
আপনি নিকৃষ্ট আর শ্রেষ্ঠ বৈরিজনে॥
দূত যে অবধ্য তাহা চিরন্তন প্রথা।
স্বাধীন দূতেরা তেই কিনা বলে কথা॥"
রাজা হইলেন শান্ত বায়স থামিল।
আসন ছাড়িয়ে শুক প্রস্থান করিল॥
চক্রবাক শুকে আনি তুষি মিষ্ট ভাষে।
স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষি পাঠাইলা দেশে॥
বিন্ধ্যাচলে গিয়ে শুক প্রণমি রাজায়।
কহিল "আদিশ প্রভু যুদ্ধের সজ্জায়॥
কর্পূর রাজার দ্বীপ অমরা সদৃশ।
কিরূপে করিব তার স্বরূপ নির্দ্দেশ॥"
সুশিক্ষিত বিজ্ঞজনে করি আবাহন।
করিতে মন্ত্রণা রাজা বসিলা তখন॥
জিজ্ঞাসিলা "কহ সবে কি করিতে হবে।
সমর নিশ্চয় তার অন্যথা না হবে॥"

দূরদর্শী নামে গৃধ্র মন্ত্রী কহে তবে।
"সমর ব্যসন প্রভু তাহা না করিবে॥
সহায় অমাত্য মিত্র অনুরক্ত হলে।
শত্রুর অমাত্য বন্ধু বিরক্ত থাকিলে।
সমর করিতে বিধি দেয় সুধীজন।
অন্যথা সমর নাহি করিবে কথন॥"
রাজা কহিলেন "মন্ত্রী, সৈনিক সকল।
পরীক্ষা করিয়া জান তাহাদের বল॥
দৈবজ্ঞ ডাকিয়ে পরে শুভলগ্ন স্থির।
করিব হইতে যুদ্ধযাত্রায় বাহির॥"
মন্ত্রী বলে "শত্রুবল না দেখে যে জন।
শত্রু-সৈন্য মাঝে যায় করিবারে রণ॥
তীক্ষ্ণ অসিধারে সেই করি আলিঙ্গন।
অচিরে হারায় মূঢ় আপন জীবন।"
রাজা কহিলেন "শুন, মন্ত্রী বারবার।
এরূপে উৎসাহ-ভঙ্গ ক'র না আমার॥
বিজয়-আকাঙ্ক্ষী করে যেরূপে নরেশ।
শত্রু-সৈন্য আক্রমণ দাও উপদেশ॥"
মন্ত্রী কহিলেক "প্রভু করুন শ্রবণ।
সুফল ফলিবে মন্ত্র হ'লে সম্পাদন॥
মন্ত্রণা না হয় যদি কার্য্যে পরিণত।
শুধু মন্ত্রণায় ফল না হয় প্রসূত॥
প্রয়োগ না হলে শুধু ঔষধির জ্ঞান।
উপশম নাহি করে রোগের নিদান॥

অলঙ্ঘ্য রাজার আজ্ঞা তেই নিবেদন।
করিতেছি, মহারাজ করুন শ্রবণ॥
পর্ব্বত কানন নদী দুর্গম প্রদেশ।
যে যে স্থানে সম্ভাবনা আশঙ্কার লেশ॥
সেনাপতি সেনাগণে করিয়ে সজ্জিত।
সে সকল স্থানে নিজে করিবে চালিত॥

* * * * *

দৈবজ্ঞ-নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে মহারাজ।
অভিযান করিলেন করি রণ-সাজ॥
হিরণ্যগর্ভের সেই গুপ্ত চর আসি।
জানাইল চিত্রবর্ণ সমর-প্রয়াসী॥
শিবির করেছে আসি মলয়-শেখরে।
প্রতিক্ষণে প্রয়োজন দুর্গের সংস্কারে॥
দুর্গ-সংস্কারের আজ্ঞা কর মহীপাল।
গৃধ্র মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ—মহা মন্ত্রণাকুশল॥
আরও সংবাদ এক জেনেছি কৌশলে।
আসিয়াছে গুপ্তচর দুর্গেতে সদলে॥
চক্রবাক কহে "চর বায়স সম্ভব।"
রাজা কহিলেন "তাহা অতি অসম্ভব॥
মেঘবর্ণ যদি শত্রু-গুপ্তচর হবে।
তা হইলে কেন শুকে মারিতে যাইবে॥
বিশেষ যে দিন শুক হেথা এসেছিল।
রণোৎসাহ সে হ'তে সে বহু দেখাইল॥'

মন্ত্রী বলে “যদি ইহা সত্য মানি লই।
আগন্তুকে কিন্তু ভয় করিবে সদাই ॥”
রাজা কহিলেন “দেখিয়াছি আগন্তুকে।
হিতৈষীর হিত কার্য্য করিতে অনেকে ॥
হিতৈষী হ’লেও পর পরম বান্ধব।
বন্ধুও অরাতি যাতে অহিত-উদ্ভব ॥
আপনার দেহে জন্মি পীড়া পীড়া দেয়।
অরণ্যে জনমি শান্তি ঔষধি বিলায় ॥
ছিল কোন দেশে রাজা নামেতে শূদ্রক।
বীরবর নামে তার আছিল সেবক ॥
অল্পদিন সেবি সাধি স্বামীর কল্যাণ।
আপন-নন্দনে নিজে দিল বলিদান ॥”
মন্ত্রী কহে “এ কাহিনী শুনিতে বাসনা।
বিস্তারি কহিয়া রাজা পূরিলা কামনা ॥

বীরবর-কথা

সর্ব্ব সুলক্ষণযুত শ্রীশূদ্রক অভিহিত
সার্ব্বভৌম নরপতি ছিল।
একদা হইয়ে যত পাত্রমিত্র পরিবৃত
রাজা সভামণ্ডপে বসিল ॥
বহু দূরদেশাগত শ্রীমান্ রাজার সুত
হেনকালে সিংহদ্বারে আসি।
কহিলেক দ্বারপালে "জানাও গে মহীপালে
আমি তার বেতন-প্রত্যাশী ॥
রাজার নন্দন আমি করিব তাহারে স্বামী
নিবেদিও নাম 'বীরবর'।"
দ্বারী তারে সঙ্গে নিয়ে রাজার নিকটে গিয়ে
সমুদয় করিল গোচর ॥
নরপতি জিজ্ঞাসিল "কি চাহ বেতন বল"
বীরবর কহে "নরনাথ।
সুবর্ণ চারিটী শত প্রতিদিন রীতিমত
চাহি আমি তোমার সাক্ষাৎ ॥"
ভূপাল কহিল "শুন আছে তব কিবা গুণ
যাতে এত চাহিতেছ ধন।"
কহে বীরবর "এই সর্ব্বস্ব আমার যেই
দুই বাহু আর এ কৃপাণ ॥"

ভূপতি শুনিয়ে তারে কহে "তোমা রাখিবারে
নাহি মোর দেখি প্রয়োজন।
শুনি বীরবর ধীর ভূতলে নামায়ে শির
সভা হ'তে করিল প্রস্থান॥
তবে রাজমন্ত্রিগণ করে ভূপে নিবেদন
চারিদিন তরেতে রাজন্।
যাচিত কাঞ্চন দিয়ে বীরবরে নিয়োগিয়ে
দেখ তার ক্ষমতা কেমন॥
রাজমন্ত্রিগণ-বাণী শুনিয়া সে নৃপমণি
বীরবরে করিয়ে আহ্বান।
তাম্বূল প্রসাদ দিয়া মিষ্টভাষে সন্তোষিয়া
দৈনিক বেতন কৈলা দান॥
সে কাঞ্চন বীরবর করিয়ে অর্দ্ধেক তার
দেবতা-ব্রাহ্মণে দিলা দান।
রহিল অর্দ্ধেক যাহা অর্দ্ধেক করিয়ে তাহা
দীন-দুখী করিলেক ত্রাণ॥
অবশিষ্ট ধন দিয়া নিজ ভোগ্য মিলাইয়া
দিবা নিশি রাজার দুয়ারে।
শাণিত কৃপাণ করে রাজপুরী রক্ষা করে
রাজা সব গোপনে নেহারে॥
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী-নিশি ঘোর অন্ধকারে মিশি
সৃষ্টি যেন পাইয়াছে লয়।
নাহি সাড়া শব্দ-লেশ পরিলে একটি কেশ
শুনা যায়, শব্দ মনে হয়॥

করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি ভূপাল সহসা শুনি
জিজ্ঞাসিলা কে জাগে দুয়ারে।
বীরবর কহে স্বামী দ্বারদেশে আছি আমি
কি আদেশ করহ আমারে॥
ভূপতি কহিল "শুন কে ওই সুদূরে যেন
করিতেছে করুণ রোদন।
যাও ত্বরা এস জেনে, কে কোথায় কি কারণে
এ নিশিথে করিছে ক্রন্দন॥"
অমনি "যে আজ্ঞা" বলে, বীরবর গেল চলে
নরপতি ভাবে মনে মনে।
এ ভীষণ অন্ধকারে একাকী সন্ধান-তরে
পাঠাইনু রাজার নন্দনে॥
অন্যায় করেছি কর্ম্ম এ নহে রাজার ধর্ম্ম
আমিও যাইব তার তরে।
দেখিব কোথায় কেন, কে এ নিশিথে হেন
ভাসিতেছে দুখের সাগরে॥
ভূপতি কৃপাণ নিয়ে পুরী হতে বাহিরিয়ে
অনুসারি রোদনের ধ্বনি।
দয়ার সাগর বীর ভেদি সে অন্ধ তিমির
ভৃত্য তরে চলিলা আপনি॥
বীরবর আজ্ঞা পেয়ে নগর বাহিরে গিয়ে
দেখে এক পরমা রূপসী
অশ্রুসিক্তা চারুবেশ জলদ-নিন্দিত কেশ
রত্নমণি-ভূষিতা ষোড়শী॥

জিজ্ঞাসিলা বীরবর "কি হেতু রোদন কর
কেবা তুমি কোথায় নিবাস।"
"শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী আমি সেই বিশালাক্ষী"
কহিলা ছাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস॥
শূদ্রকের ভুজচ্ছায়ে আনন্দ পূরিত হিয়ে
এতদিন করেছি বিশ্রাম।
দেবীর হয়েছে কোপ সুখ সে পেয়েছে লোপ
শূদ্রক ছাড়িবে ইহ ধাম॥
আজি হতে তিন দিন ভূপতি জীবন-হীন
চির-তরে মুদিবে নয়ন।
ছাড়িবে এ অভাগিনী রাজপুরী অনাথিনী
তাই হেথা করিছি রোদন॥"
বীরবর করজোড়ে কহিল "মা, রাজপুরে
কি করিলে থাকিবে অচলা?
হয়েছি বিকল-চিত্ত, বল কি সে প্রায়শ্চিত্ত
যাতে মাগো রহিবে কমলা।"
কমলা কহিলা তায় "আছে শুধু এক উপায়
যদি পার করিতে সাধন।
বত্রিশ লক্ষণযুত তব শক্তিধর সুত
নিজে তার মস্তক-চ্ছেদন॥
পার যদি করিবারে ভগবতী তুষিবারে
সর্ব্ব-মঙ্গলার বেদীতলে।
চির সুখী হব আমি শতায়ু তোমার স্বামী
আজীবন রহিবে কুশলে॥"

দেবী অন্তর্হিতা হল   বীরবর গৃহে গেল
জাগাইল গৃহিণী কুমারে।
আছিল নিদ্রার কোলে   শায়িত শান্তির দোলে
উঠিয়া বসিল শয্যোপরে ॥
লক্ষ্মীর বচন বীর   কহে বীরবর ধীর
ধীরে ধীরে তাদের গোচরে।
শুনিয়ে আনন্দযুত   কহে শক্তিধর সুত
আপন জনক বীরবরে ॥
"ধন্য আমি যার প্রাণ স্বামী রাজ্য পরিত্রাণ
করিবারে হইবে নিয়োগ।
বল পিতঃ তবে আর   বিলম্ব কত আমার
এ জীবন হইতে বিয়োগ ॥
এ ক্ষুদ্র নশ্বর দেহ   এক দিন নিঃসন্দেহ
ক্ষিতি হতে হইবে বিলয়।
তা হলে কি আছে   আর আনন্দ বল অপার
এ কার্য্যে হইতে তনুক্ষয় ॥
পরহিতে বিজ্ঞ যেই দিবে প্রাণধন।
সুকাজে ত্যজিবে যবে নিয়ত নিধন ॥"
বীরবর-অর্দ্ধাঙ্গিনী   শুনি রাজলক্ষ্মী-বাণী
কহিলেন শুন মতিমান্।
আমাদের কুলোচিত   নাহি হয় অনুষ্ঠিত
যদি এই কর্ত্তব্য মহান্ ॥
যদি হয়ে অনুচর   বল নাথ সুধীবর
না রাখিলে প্রভুর পরাণ।

তা হলে যে প্রতিদিন লইতেছি রাজ-ঋণ
কিসে তার হবে প্রতিদান ?”
এইরূপ আলোচনা করি তারা তিনজনা
চলিলা সে নিশার তিমিরে।
স্ত্রী-পুত্র লইয়ে ধীর আসিলা সে মহাবীর
সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীমন্দিরে ॥
ভকতি-পূরিত হৃদে সর্ব্বমঙ্গলার পদে
পূজা করি ঢালি অশ্রুধার।
নিবেদিলা বীরবর “দাসে মা করুণা কর
“জয় হক” শূদ্রক রাজার ।
এই লও উপহার,” বলি তুলি তরবার
কাটিলা সে শক্তিধর-শির।
নির্ব্বেদ জাগিল প্রাণে চাহি ছিন্ন শির পানে
নন্দনের রঞ্জিত রুধির।
ভাবিলা যে রাজঋণ লইয়াছি যে ক দিন
পরিশোধ করিলাম তার।
পুত্রহীন প্রাণ নিয়ে কি আর ফল বাঁচিয়ে
শুধু বন্ধা বিড়ম্বনা ভার।
এত ভাবি বীরবর শিরশ্ছেদ আপনার
করিলেক আপন কৃপাণে।
স্বামী-পুত্রহীনা সতী নেহারি নিজ-দুর্গতি,
প্রাণ দিলা স্বামীর চরণে ॥
মহারাজ সংগোপনে সবিস্ময়ে স্বনয়নে
হেরিলা এ অদ্ভুত ঘটন।

শুনিলা আমূল যত যে যেখানে যেই মত,
করেছিলা যেই আলাপন ॥
ভাবিলা আমার মত ক্ষুদ্রজীব কত শত
জনমিয়ে পেতেছে নিধন।
বীরবর মত হায় মহাপ্রাণী এ ধরায়ে
হয় নাই হবে না কখন ॥
এ মহাপুরুষ যবে বিলুপ্ত হইল ভবে
ছাড়ি গেল এ রাজ্য আমার।
কিবা আর প্রয়োজন দিয়ে মোর রাজ্যধন,
বীর বিনে সকলি মিছার ॥
মহাদুঃখে মহারাজ মহাভয়ঙ্কর কাজ
করিবারে করিলা মনন।
কাটিবারে করি স্থির মুকুট-মণ্ডিত শির
তুলিলা সে ভীষণ কৃপাণ ॥
সহসা করুণাময়ী সকল মঙ্গলময়ী
মহারাজে দিলেন দর্শন।
কহিলেন ধরি কর "রাখ বৎস তরবার
কেন মিছে ত্যজিবে জীবন ॥
আজি আমি তব প্রতি প্রসন্না হয়েছি অতি
রাজ্যনাশ-শঙ্কা নাহি আর।"
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মহারাজ করজোড়ে
কহিলেন "শুন মা আমার ॥
নাহি চাহি রাজ্যধন জীবনে কি প্রয়োজন
যদি মোরে করহ করুণা।

বাঁচাও সসুতদার রাজপুত্র বীরবর
দিয়ে সেই করুণার কণা॥"
কহিলেন ভগবতী "শুন পুত্র তব প্রতি
তোমার এ অনুচর-স্নেহে।
প্রীত হ'য়ে সুতদার বাঁচাইব বীরবর
জয়ী হও ফিরে যাও গৃহে॥"
বীরবর সঞ্জীবিত হইয়ে সদারসুত
নিজগৃহে আনন্দে ফিরিলা।
মহারাজ ত্বরান্বিত তাহাদের অলক্ষিত
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা॥
প্রভাতে পুরীর দ্বারে বীরবর অসি করে
মহারাজ করিলা আহ্বান।
জিজ্ঞাসিলা "কে সে ধনী শুনি যার রুতধ্বনি
গিয়েছিলা করিতে সন্ধান॥"
বীরবর উত্তরিল "সে রমণী কে যে ছিল
অক্ষম করিতে নিবেদন।
আমারে হেরিলা যেই অদৃশ্যা হইলা সেই
নাহি জানি রোদন-কারণ॥"
শুনি মহারাজ মনে ভাবিলেন কত গুণে
ভূষিত এ পুরুষপ্রধান।
উদার বিনয়ী বীর আত্মশ্লাঘা-হীন ধীর
সবই মহাপুরুষ লক্ষণ॥
প্রত্যূষেতে মহারাজ শিষ্টপূর্ণ সভামাঝ
বিবরিয়ে সব বিবরণ।

প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে প্রদানিলা বীরবরে
কর্ণাটের রাজসিংহাসন ॥
আগন্তুক বলি নহে বৈরি সে বিষম।
আগন্তুক-মধ্যে আছে উত্তম অধম ॥
মন্ত্রী কহে "একে যাহা পায় ভাগ্যবলে।
আমিও নিশ্চয় তাহা পাব অবহেলে ॥
এরূপ ভাবনা কভু নহেত সঙ্গত।
ভিক্ষু বধি ক্ষৌরকার হইল নিহত ॥"
হংসরাজ জিজ্ঞাসিলা বৃত্তান্ত ইহার।
চক্রবাক কহিলেক করিয়া বিস্তার ॥

ভিক্ষু-ক্ষৌরকার

বৈকুণ্ঠ-বৈভব-নিন্দী অযোধ্যানগরে।
চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্র বাস করে॥
বহু আরাধনা করে সেই ধনাশায়।
ভগবান্ ভূতনাথে ঘোর তপস্যায়।
তপস্যা-প্রভাবে ক্ষত্র নিষ্পাপ হইলা।
শিবাজ্ঞা কুবের তারে স্বপ্ন দেখাইলা।
"আজিকে প্রত্যূষে ক্ষৌর সমাধা করিবে
যষ্টিহস্তে গৃহদ্বারে গোপনে রহিবে॥
আসিবে ভিক্ষুক যেই প্রথমে প্রাঙ্গণে।
নির্দ্দয় প্রহারে তারে বধিবে জীবনে॥
তদ্দণ্ডে ভিক্ষুক সেই হবে পরিণত।
কষিত কাঞ্চন-ভাণ্ডে কাঞ্চন-পূরিত॥
মিটায়ে সকল সাধ মনের মতন।
করিতে পারিবে সুখে জীবন-যাপন॥"
চূড়ামণি কুবেরের আদেশ পালিল।
স্বপনে যা দেখেছিল সকলি ঘটিল॥
ক্ষৌরকার্য্যে এসেছিল যেই ক্ষৌরকার।
ভাবিল বিস্ময়ে হেরি অদ্ভুত ব্যাপার॥
এই কি উপায় ধন লভিবার তরে॥
আমিও এরূপ কেন না করি সত্বরে॥

তদবধি প্রতিদিন সেই ক্ষৌর-কার।
প্রত্যূষেতে নখচুল কাটি আপনার॥
যষ্টিহস্তে সংগোপনে ভিক্ষু-অপেক্ষায়।
রহিল দুয়ারে মূর্খ ধনের আশায়॥
এক দিন অভীপ্সিত ভিক্ষুকে পাইয়া।
যষ্টির আঘাতে তায় ফেলিল মারিয়া॥
রাজপুরুষেরা পরে করি আক্রমণ।
নরহত্যা অপরাধে লইল জীবন॥
"এসবে" কহেন রাজা "নাহি প্রয়োজন।
এখন কর্ত্তব্য যাহা কর নিরূপণ॥
শিবির করিয়ে পিক মলয়-শেখরে।
কর্ত্তব্য করিতে স্থির হইবে সত্বরে॥"
মন্ত্রী কহিলেক "দেব গুপ্তচর-মুখে।
শুনিয়াছি চিত্রবর্ণ সকল সমুখে॥
করিয়াছে অপমান বিজ্ঞ মন্ত্রিবরে।
সুমন্ত্রণা যত তার অনাদর করে॥
হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হবে সে নিশ্চয়।
অনায়াসে দেব-হস্তে পাবে পরাজয়॥
চিত্রবর্ণ না করিতে দুর্গ-আক্রমণ।
সসৈন্যে সারস আদি সেনাপতিগণ।
গিরি নদী বনপথে করুক বিনাশ।
অহোরাত্র পিকসৈন্য লাগাইয়া ত্রাস॥
হিরণ্যগর্ভের সেনা সেনাপতিগণ।
বহুপিক সৈন্য সবে করিল নিধন॥

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিলা বিষণ্ণ অন্তরে।
দূরদর্শী মহাজ্ঞানী গৃধ্র মন্ত্রিবরে॥
"কেন এত উদাসীন এ উপেক্ষা কেন?
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি কোন॥
সম্পদ্ লভে সে, যেই কার্য্যে সুকুশল।
সুপথ্যআহারী পায় স্বাস্থ্য সুবিমল॥
উদ্যোগী পুরুষ পায় বিদ্যা অনুপম।
ধর্ম্ম অর্থ যশ লাভে বিনয়ী সক্ষম॥"
গৃধ্র কহে "মহারাজ করি নিবেদন।
রাজা যদি নিজে অজ্ঞ অবিদ্বান্ হন॥
পারেন লভিতে ধরি বিজ্ঞ সুধীজন।
সরস্তীরে তরুসম সৌন্দর্য্য মোহন॥
সেনার উৎসাহে মাতি করিয়ে সাহস।
অবহেলা করেছেন মম উপদেশ॥
বলেছেন আমায় যে কঠোর বচন।
করুন দুর্নীতিফল সম্ভোগ এখন॥
নতুবা কৌমুদী-শুভ্রা সুনীতিকথায়।
কেন ঢাকিবেন দুর্ব্বচন উল্কায়॥
শাস্ত্রে কি করিবে স্বীয় বুদ্ধি নাই যার।
দর্পণে অন্ধের কিবা করে উপকার॥
বলিনি তখন কিছু ভাবি এ সকলি।"
রাজা কহিলেন হয়ে কৃতবদ্ধাঞ্জলি॥
"অপরাধ করিয়াছি তাহে ক্ষমা চাই।
কর যাতে সৈন্যসহ বিন্ধ্যে ফিরে যাই॥"

গৃধ্র ভাবিলেক মনে এখন ইহার।

উচিত বিধান করা যোগ্য প্রতিকার ॥

ভূপতি দেবতা গুরু গাভী ও ব্রাহ্মণ।

রোগী ও বালকে ক্রোধ যুক্ত সম্বরণ ॥

হাসিয়া কহিলা তবে মন্ত্রী মতিমান্।

"ভয় নাই মহারাজ, কর অবধান ॥

শত্রুমনোগত ভাব নিশ্চয় জানিতে।

ভগ্নসৈন্য পুনরায় যোজনা করিতে ॥

কার্য্যেতে সুমন্ত্রি-বুদ্ধি হয় সুপ্রকাশ।

বৈদ্য-বুদ্ধি ব্যক্ত করি সন্নিপাত নাশ ॥

প্রভুর প্রতাপে শত্রু-দুর্গ বিচূর্ণিয়া।

প্রভুর প্রতাপ কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ॥

জয়োল্লাসে পুরি দিক্ লইব সকলে।

অল্পদিনে মহারাজ পুনঃ বিন্ধ্যাচলে ॥"

রাজা কহিলেন "মন্ত্রী অল্প সৈন্য এবে।

বল তবে এ সকল কিরূপে সাধিবে ॥"

মন্ত্রী কহে "দীর্ঘসূত্রী না হলে রাজন্।

অবশ্য বিজয় তব হইবে সাধন ॥

অবরোধ করিবারে শত্রু-দুর্গ-দ্বার।

সত্বরে আদেশ প্রভু করুন্ প্রচার ॥"

এদিকে হিরণ্যগর্ভ রাজার সম্মুখ।

নিবেদিল আসি ত্বরা চর দীর্ঘমুখ ॥

"মন্ত্রী উপদেশে অল্পমাত্র সৈন্য নিয়ে।

দুর্গ অবরোধ পিক করিবে আসিয়ে ॥"

হংসরাজ কহিলেন "সর্ব্বজ্ঞ সুধীর ?
আসন্ন সমরে কর কর্ত্তব্য সুস্থির ॥"
"সৈন্যগণ মাঝে" কহে মন্ত্রী জ্ঞানবান্ ।
"করুন যোগ্যতামত স্বর্ণমুদ্রা দান ॥"
ইতিমধ্যে মেঘবর্ণ প্রণাম করিয়ে ।
কহিল "বিপক্ষ-সৈন্য দুয়ারে আসিয়ে ॥
যুদ্ধ করিবারে সবে করিছে আহ্বান ।
কৃপা করি দাসে কর আদেশ প্রদান ॥
দ্বার খুলি শত্রুগণে বিক্রম দেখাই ।
মহারাজ অনুকম্পা-ঋণ-মুক্ত পাই ॥"
চক্রবাক কহিলেক "নাহি প্রয়োজন ।
দেখাতে তোমার বীর্য্য সাহস এখন ॥
বাহিরে করিলে রণ রুদ্ধ করি দ্বার ।
আশ্রয় লইনু কেন দুর্গের মাঝার ॥"
বায়স কহিল "দেব, আপন-নয়নে ।
প্রত্যক্ষ করুন মোর পরাক্রম রণে ॥"
ফলেতে সকলে মিলে দুর্গদ্বার খুলি ।
মহাযুদ্ধ করিলেক মৃত্যুভয় ভুলি ॥
প্রত্যুষে মন্ত্রীরে কহিলেন পিকরাজ ।
"করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে তাত আজ ॥"
গৃধ্র কহিলেক "দেব শক্তি-অনুসারে ।
করিব যতন আজি বাক্য রাখিবারে ॥"
অমনি অনুচ্চকণ্ঠে রাজার করণে ।
কহিলা উপায় যাহা বিধানিবে রণে ॥

পরদিন না হইতে অরুণ উদয়।
দুর্গের প্রাকার বেষ্টি হল রণময় ॥
বায়সেরা দুর্গমধ্যে সবে এককালে।
অগ্নি লাগাইয়া দিল প্রতি গৃহচালে ॥
"দুর্গ অধিকৃত" শুনি ভীম কোলাহল।
হেরিয়ে সকল গৃহে জ্বলন্ত অনল ॥
রাজহংস-সেনা আর দুর্গবাসিগণ।
হ্রদনীরে প্রবেশিল রাখিতে জীবন ॥
ত্বরিত গমনে হংস অক্ষম চরণ।
পিকসেনাপতি তায় করিল বেষ্টন ॥
হংস-সেনাপতি সঙ্গে সারস আছিল।
হংসরাজ সম্বোধিয়ে তাহারে কহিল ॥
"কেন সেনাপতি কর মৃত্যু আলিঙ্গন।
সক্ষম এখনও তুমি করিতে গমন ॥"
প্রবেশিতে হ্রদজলে দ্রুত পদে যাও।
শত্রুহস্ত হ'তে নিজ জীবন বাচাও ॥"
"চলে না চরণ মোর মরিতে হইবে।
মন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞেরে গিয়ে সব জানাইবে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়ে তার সম্মতি লইও।
চূড়ামণি পুত্রে মম সিংহাসন দিও ॥"
সারস কহিল "দেব, এ হেন বচন।
হৃদি বিদারক তাই বল না কখন ॥
রবিশশী আকাশেতে জ্বলে যত দিন।
রহিবে বিজয়ী ভবে দেব, তত দিন ॥

দুর্গরক্ষা ভার ছিল আমায় অর্পিত।
আসুক অরাতি মম শোণিতে রঞ্জিত ॥
দাতা গুণগ্রাহী আর ক্ষমাপরায়ণ।
হেন প্রভু দাস-ভাগ্যে মিলে কদাচন ॥”
রাজা বলিলেন “প্রভু এহেন দুর্লভ।
সৎকুল কর্ম্মঠ, বাধ্য ভৃত্য সুদুর্লভ ॥”
পরে পিক-সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া।
আক্রমিল হংসে দেহ নখরে বিঁধিয়া ॥
সারস প্রবেশি মধ্যে দেহ অন্তরালে।
আবরি রাজায় দিল নিক্ষেপি সলিলে ॥
কুক্কুট, সারস তীক্ষ্ণ চঞ্চুর প্রহারে।
ত্যজিল জীবন জর্জ্জরিত কলেবরে ॥
বহুপক্ষী মিলি তবে সারসে বধিল।
চিত্রবর্ণ সৈন্যসহ দুর্গে প্রবেশিল ॥
দুর্গস্থ সামগ্রী যত সংগ্রহ করিয়া।
ভৃত্যস্কন্ধে স্কন্ধাবারে দিল পাঠাইয়া ॥
বন্দি জয়ধ্বনি-পূর্ণ করিল গগন।
আনন্দে ময়ূররাজ ফিরিলা ভবন ॥

নৃপ-বানর-রাক্ষসাদি-কথা

চন্দ্রনামে নৃপতির বাস কোন দেশে।
পুষিত বানরযূথ খেয়ালের বশে॥
আনন্দে স্বহস্তে নৃপ সেই কপিগণ।
পঞ্চ ব্যঞ্জনেতে নিত্য করাত ভোজন॥
যূথপতি যূথমাঝে ছিল যেই জন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতীব সুজন॥
মেষযুগ্ম ছিল তথা করিত বহন।
পৃষ্ঠেতে করিয়া শিশু রাজার নন্দন॥
তার মধ্যে এক মেষ জিহ্বার লালসে।
প্রবেশিত প্রতিদিন রাজমহানসে॥
যা পেত আহার্য্য কিছু খাইত সকলি
পাচকের ক্রোধ তাতে উঠিত উছলি॥
মৃৎ কিম্বা কাংস্যপাত্র জ্বলন্ত ইন্ধন।
যা পেত সম্মুখে তুলি মারিত তখন॥
তা দেখি বানররাজ ভাবে মনে মনে।
এই যে মেষের দ্বন্দ্ব পাচকের সনে॥
উপজিবে ইথে হেরি বিষময় ফল।
ফলেতে হইবে ধ্বংস বানরের দল॥
দগ্ধকাষ্ঠে যবে মেষে তাড়ায় পাচক।
মেষরোমে ধরে যদি জ্বলন্ত পাবক॥

জ্বলন্ত সে মেষ যদি অশ্বশালে ধায়।
তৃণ কাষ্ঠে ধরে অগ্নি অশ্ব পুড়ে যায়॥
বানরের বসা সেই অশ্বক্ষত স্থানে।
উত্তম ঔষধি বলি শাস্ত্রেতে বাখানে॥
নিশ্চয় হইবে তবে কপিকুল-ক্ষয়।
আরোগ্য করিতে যত দগ্ধ রাজ-হয়॥
বিচার করিয়ে মনে কপি-যূথপতি।
বানর সকলে ডাকি কহিল সুমতি॥
"যে গৃহে কলহ নিত্য হয় অকারণ।
বাচিতে বাসনা যার ত্যজে সে ভবন॥
অতএব চল সবে গভীর কানন।
না হইতে সকলের সংহার-সাধন॥"
গর্ব্বিত মর্কট সবে শুনিয়ে সে বাণী।
পরিহাস করি কহে যৌবন বাখানি॥
"আননে দশন নাই, লালা ঝরে গালে।
বুদ্ধি না জুয়ায় হেন বৃদ্ধ আর বালে॥
রাজার প্রাসাদে থাকি পরম আদরে।
রাজভোগ পাই নিত্য রাজার স্বকরে॥
এই স্বর্গসুখ ছাড়ি কার লয় মনে।
কটু তিক্ত ফল খেয়ে বাঁচিতে কাননে॥"
সাশ্রুআঁখি কহে কপিপতি গুণধাম।
"জান না অবোধ এই সুখ-পরিণাম।
দেখিব না কুলক্ষয় আপন-নয়নে।
অদ্যই এ রাজ্য ত্যজি প্রবেশিব বনে॥"

কপিশ্রেষ্ঠ বনে গেলে কিছুদিন পরে।
প্রবেশিল মেষ পাকশালার ভিতরে॥
পাচক হইয়া তাতে বিষম কুপিত।
প্রহারিল মেষে দিয়ে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত॥
জ্বলিয়া উঠিল বহ্নি রোমরাশি ধরি।
প্রাণ লয়ে দৌড়ে মেষ আর্ত্তনাদ করি॥
প্রবেশিয়া অশ্বশালে যায় গড়াগড়ি।
জ্বলিল সে অশ্বশালা তৃণকাষ্ঠে ধরি॥
ছুটিল তুরঙ্গরাজি ছিন্ন করি পাশ।
দগ্ধ অস্থি দেহ সবে লাগাইয়ে ত্রাস॥
বৈদ্য ডাকি মহারাজ করুণ ভাষায়।
কহেন "সারিবে বাজি, কি আছে উপায়॥"
বৈদ্য কহে "বহ্নিদাহ-ক্ষত হয়-দেহে।
লাগাইলে কপিমেধ সারিবে সপ্তাহে॥"
অনুচরগণ তবে রাজার আদেশে।
বিবিধ আয়ুধে কপি সবংশে বিনাশে॥
যূথাধিপ জানি সেই স্ববংশ-নিধন।
নিরাহারে বনে বনে করিত ভ্রমণ॥
ভাবিত সে নৃপাধমে কিরূপে বধিবে।
কপি-বংশ বিনাশের প্রতিদান দিবে॥
যূথাধিপ হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
তরুগুল্ম অন্তরালে পাইল দেখিতে॥
বিকচ-কমল-শোভী এক সরোবর।
স্ফটিক-নির্ম্মল নীর অতি মনোহর॥

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ জলপান আশে।
সত্বরে আসিল কপি সরসীর পাশে॥
হেরিল পদাঙ্ক বহু জল-প্রবেশের।
পদচিহ্ন না দেখিতে পেল নির্গমের॥
ভাবিল কুম্ভীর আছে সরোবর-নীরে।
করিব সলিল পান বসি সরোতীরে॥
মৃণাল ভাঙ্গিয়া নল করিল নির্ম্মাণ।
তীরে বসি নলযোগে আরম্ভিল পান॥
উত্তাল তরঙ্গ নীরে সহসা উঠিল।
অচিরে ভীষণ এক রক্ষ দেখা দিল॥
মহামূল্য রত্নমালা কণ্ঠে সুশোভিত।
কহিল "কপীশ, তোমা হইয়াছি প্রীত।
আমার আলয় এই সরসী-সলিলে।
দুর্ব্বুদ্ধির বশে জীব আসিয়া নামিলে॥
আনন্দে উদরে পূরি বধিয়ে পরাণ।
তব বুদ্ধিবলে তুমি পাইয়াছ ত্রাণ॥
চতুর তোমার মত আর দেখি নাই।
আহ্লাদে তোমায় দিব চাহিবে যা তাই॥"
কপিগুরু জিজ্ঞাসিল "বল ত কেমন।
শকতি তোমার আছে করিতে ভোজন?"
রাক্ষস কহিল, "শুন জলের বাহিরে।
শিবা হ'তে পাই ভয়, কিন্তু পেলে নীরে॥
দারুণ জঠর-জ্বালা নিবারণ তরে।
লক্ষ লক্ষ জীবে পারি পূরিতে উদরে॥"

শুনিয়ে কপীন্দ্র কহে "শুন রক্ষোনাথ।
মনোবাদ আছে কোন ভূপতির সাথ॥
যদি মোরে দিতে পার তব রত্নমালা।
ভুলায়ে সবংশে আনি নৃপে দিব ডালা॥"
রাক্ষস কহিল "মালা এই তবে লও।
সবংশে রাজায় আনি অবিলম্বে দাও॥"
আনন্দে কপীশ সেই রত্নহার নিয়ে।
রাজার নিকট হল উপনীত গিয়ে॥
তপন-কিরণ-নিন্দী হেরি কণ্ঠহার।
উপজিল ভূপতির বিস্ময় অপার॥
কহিল "এ হার কপি পাইলে কোথায়।"
উত্তরে কপীশ নমি কহিল তাহায়॥
"আছে এক মহারণ্যে গুপ্ত সরোবর।
কুবের-নির্ম্মিত সর অতি মনোহর॥
রবিবারে ঊষাকালে কোন ভাগ্যবান্।
পারে যদি করিতে সে সরোনীরে স্নান॥
কুবের-প্রসাদে হয় অনায়াসে তার।
দেবের দুর্লভ লাভ হেন কণ্ঠহার॥"
শুনি নরবর কহে পুলকিত মনে।
"পরিজন সহ আমি যাইব সে বনে॥"
তবে রাজা ভৃত্যামাত্য সহ পরিজন।
সরসীর অভিমুখে করিল গমন॥
আপন দোলায় রাজা মহানন্দে তোলে।
আদর করিয়া কপি আপনার কোলে॥

তাই তোমা তৃষ্ণাদেবি, করি নমস্কার।
এ জগতে নাই কিছু অসাধ্য তোমার॥
বিত্তশালী যেই সেও হেরি তব বলে।
করে অপকর্ম্ম, যায় সুদুর্গম স্থলে॥
এ জগতে তৃষ্ণাদেবি তোমার মায়ায়।
শত যার আছে সেও সহস্রেক চায়॥
সহস্রী পাইতে লক্ষ করে অভিলাষ।
লক্ষপতি চাহে রাজ্য রাজা স্বর্গবাস॥
কতদিনে সরোবর-কূলে উপনীত।
হইল সদলে রাজা কপির সহিত॥
কপি বলে "মহারাজ, তব পরিজন।
অনুচর সহ হ'ক একদা মগন॥
আমি তোমা সহ পরে প্রবেশি সলিলে।
দেখাইব যেথা যত রত্নমালা মিলে॥"
রাজার আদেশে সবে হল নিমগন।
ফিরিয়া না উঠে কেহ গেল বহুক্ষণ॥
ভূপতি হইয়া ব্যস্ত কারণ জিজ্ঞাসে।
বৃক্ষে চড়ি কপি কহে রাজার সকাশে॥
"দুষ্ট নরাধম রাজা সমূলে নির্ম্মূল।
অকারণে করিয়াছ তুমি মম কুল॥
এতদিনে প্রতিশোধ লইনু তাহার।
তুমি অন্নদাতা তেই সৌভাগ্য তোমার॥
এই সরোবর-জলে রাক্ষস দুর্ম্মতি।
খেয়েছে তোমার সব মহিলা সন্ততি॥

তুমি এবে প্রাণলয়ে কর পলায়ন।
প্রভু ছিলে তাই তব রাখিনু জীবন ॥
করিয়াছ কুলক্ষয় তুমি যে আমার।
আমিও বিনাশ কুল করিনু তোমার ॥"

রাজা, বানর ও রাক্ষস

"করিয়াছ কুলক্ষয় তুমি যে আমার।
আমিও বিনাশ কুল করিনু তোমার॥"